ভূমিকা।

অবকাশরঞ্জিনী সম্পর্কে পাঠক মহাশয়দিগকে দুই একটি কথা বলিতে চাহি। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া অবকাশ-রঞ্জিনী পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, ইহার রচয়িতা এক জন চট্টগ্রাম স্কুলের ছাত্র। চট্টগ্রামের নাম শুনিয়া, পাছে বিনা পাঠে পুস্তকখানি দূরে নিক্ষেপ করেন, এই ভয়ে যদিও তিনি, চট্টগ্রামের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক তাহা এই খানে বলিতে ক্ষান্ত হইলেন, তথাপি ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারেন যে, চট্টগ্রাম সামাজিক অবস্থাতে যত দূর অবনত হউক না কেন, ইহা প্রকৃতির সোহাগের স্থান, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিদ্বেষবিহীন-নয়নে যিনি এই স্থানটী নিরীক্ষণ করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি, ইহার সৌধশির গিরিমালা, অনিবার প্রবাহিত নির্ঝরিণী, অস্তাচলবিলম্বিরবিকরে ইহার অনন্ত নীল ফেনীল সমুদ্রশোভা, সর্ব্বশেষে ইহার বাড়বানল, কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ফলতঃ কল্পনার চক্ষে যাহা, কিছু আনন্দদায়ক হইতে পারে, সকলই চট্টগ্রামে বিরাজমান আছে। এই জন্যই আমাদের কোন এক বন্ধু এক দিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন——

"Oh Caledonia ! stern and wild,
Meet nurse for a poetic child". &c.

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শৈশব কালে গ্রন্থকার চট্টগ্রাম স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। আশৈশব কবিতা দেবীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, এবং সেই সময়ের স্কুলের পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যত্নে তাঁহার সেই শ্রদ্ধা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন গ্রন্থকার কবিতা লিখিতেন, বন্ধুদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, তাঁহারা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলে যথেচ্ছা ফেলিয়া রাখিতেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠাবস্থায়, এক দিন "বিধবা কামিনী" কবিতাটী রচনা করেন। অকস্মাৎ তাঁহার দুই জন প্রিয় সুহৃৎ, সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, তাহা দেখিতে পাইয়া কবিতাটীর যথেষ্ট প্রশংসা করেন, এমন কি তাঁহাদের যত্নে তাহা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ সরকার মহাশয় তখন উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তিনি গ্রন্থকারের রচনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কয়েক মাস প্রায় প্রতি কাগজেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার কয়েকটী এই পুস্তকে নিবিষ্ট হইয়াছে। সময়ক্রমে "পিতৃহীন যুবক" তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল এবং উহা ক্রমান্বয়ে দুই কাগজে প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এই রূপ খণ্ডগ্রন্থ একেবারে পাঠ না করিলে পাঠকের হৃদয়ে অভিলষিত ভাবোদয় হয় না বলিয়াই গ্রন্থকার এইরূপ অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি কেবল অষ্ট শ্লোক মাত্র প্রথমবার প্রকাশিত করেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের বিখ্যাত সংস্কৃত প্রফেসার পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই কয়েক শ্লোক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের কোন এক বন্ধুর নিকট তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং এই রূপ মত প্রকাশ করেন যে প্রস্তাবটী খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজে প্রকাশ করা অপেক্ষা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। গ্রন্থকারের সেই অনন্যহৃদয় সুহৃদ তাঁহার কতিপয় কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অন্তরের সহিত অনুরোধ করেন, তাহাতেই অবকাশরঞ্জিনী অঙ্কুরিত হয়।

কোন এক রাজপদে নিয়োজিত হইয়া গ্রন্থকার যশোহরে প্রেরিত হন, এবং এইখানেই তাঁহার জীবন কাব্যের একটী চিরস্মরণীয় নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হয়। এইখানে সুগভীর বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। ইঁহার সদৃশ বঙ্গভাষার কবিতাপ্রিয় এবং তদ্গুণগ্রাহী লোক বঙ্গদেশে বোধ হয় অতি অল্পই আছেন। ক্ষেত্র বাবু অন্তরের সহিত গ্রন্থকারের রচনা ভাল বাসিতেন, এমন কি, তিনি এতদূর বলিয়াছেন যে, কেবল তাঁহার কবিতা পাঠ করিবার জন্যেই তিনি আদৌ এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক হন। সময়ে সুবিখ্যাত নাটকপ্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রীদীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কাছেও গ্রন্থকার সৌভাগ্য ক্রমে পরিচিত হন। রচয়িতা সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে স্বীকার করিতেছেন যে তিনি ইহঁার দ্বারা, বিশেষতঃ ক্ষেত্র বাবু এবং পণ্ডিতবর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা কত দূর উৎসাহিত এবং উপকৃত হইয়াছেন বলিতে পারেন না।

যশোহরে আগমনাবধি এডুকেশন গেজেটের সঙ্গে গ্রন্থকারের আর তত দূর সংশ্রব রহিল না। কৃষ্ণকমল বাবুর

উপদেশ মতেই হউক, কি সম্পাদক তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন বলিয়াই হউক, "পিতৃহীন যুবক" প্রকাশে গ্রন্থকার অসম্মত হইলেন। কিছু দিন পরে এডুকেশন গেজেট বর্ত্তমান সম্পাদকের করে ন্যস্ত হইলে। ক্ষেত্র বাবুর স্নেহে তাঁহার সঙ্গে গ্রন্থকার পত্রের দ্বারা পরিচিত হন এবং সম্পাদক আর কয়েক জন প্রতিষ্ঠিত কবির সঙ্গে তাঁহাকেও সময়ে সময়ে লিখিতে অনুরোধ করেন। গ্রন্থকার প্রতিশ্রুত হন; "সায়ং চিন্তা" এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি যশোহরের "অমৃত বাজার" পত্রিকায় কবিতা লিখেন; তাহার অধিকাংশই স্থান ও পাত্রবিশেষ বলিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ হইল না। ঢাকার অবলাবান্ধব নামক পাক্ষিক পত্রিকাতেও তিনি সময়ে সময়ে লিখিতেছেন, এবং সম্পাদক আগ্রহের সহিত তাঁহার রচনা গ্রহণ করিতেছেন। প্রস্তাবিত অবকাশ রঞ্জিনী এই অবয়বে যিনি দেখিয়াছেন, সকলেই মুদ্রাঙ্কনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব অবকাশরঞ্জিনী বন্ধুসমাজে যেমন আদরিত হইয়াছে, জনসমাজেরও যদি অবকাশ রঞ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে রচয়িতার ভবিষ্যৎ আশা ফলবতী হয়।

পণ্ডিতবর ও গ্রন্থকারের অনন্য সহায় পূজ্যাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে অনেক সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং বাবু দীনবন্ধু মিত্র গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহার প্রুফসিট সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। উপসংহারকালে গ্রন্থকার

সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করুন।

গ্রন্থকারস্য।

সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার রায়

এম, এ, বি, এল।

প্রিয় চন্দ্র!

আমাদের আশৈশব অকৃত্রিম বন্ধুতার এবং ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষ স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই "অবকাশরঞ্জিনী" তোমাকে উপহার প্রদান করিলাম। আমার কবিতা রচনার প্রতি তোমার অতিশয় অনুরাগ, অতএব "অবকাশরঞ্জিনী" জনসমাজে আদৃত না হইলেও তোমার মনোরঞ্জিনী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সখে! একটী কথা মনে উদয় হইল। কথাটী শুনিলে তুমি দুঃখিত হইবে। আমাদের জীবনের সুখদ দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইয়াছে। সংসার-সাগরের বিশাল তরঙ্গাভিঘাতে দুই শৈশব-সহচর দুই প্রতিকূল তীরে নীত হইয়াছি। অতঃপর যে কখন কিছু দিনের জন্যেও মিলিত হইব তাহা ভরসা করি না; কারণ আমি কপাল ক্রমে স্বদেশ হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিত হইয়াছি। তবে আমার পক্ষে এই মাত্র সান্ত্বনা—আমাদের প্রণয় পার্থিব নহে, পার্থিব জীবনের পরিবর্ত্তন সহ ইহার পরিবর্ত্তন হইবে না, পৃথিবীতে ইহার শেষ হইবে না।

অভিন্ন হৃদয়

গ্রন্থকার।

অবকাশরঞ্জিনী।

পিতৃহীন যুবক।

১

আহা! কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী,
নীরব প্রকৃতিদেবী, অবিচল প্রায়
জীবন প্রবাহ এবে, নির্জ্জীব ধরণী ;
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায় ;
না পায় শুনিতে কর্ণ, না দেখে নয়ন,
ঘোর নিদ্রা অভিভূত বসুধা এখন।

২

যামিনীর সুমধুর নূপুরনিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্ দিগন্তর,
পাখার প্রহারশব্দ করিছে কখন,
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর।
কলকল রবে গঙ্গা সাগরসদন
যাইতেছে, অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।

৩

আত্মহত্যা, নরহত্যা, চুরি, ব্যভিচার,
রিপুরাস আদি, পাপ নিশাচরগণ,
পুরাইতে পাপ আশা, যত দুরাচার,
কম্পিত হৃদয়ে ভয়ে ভ্রমিছে এখন।
সাক্ষীর স্বরূপ নৈশ নিবিড় গগন,
চেয়ে আছে প্রকাশিয়া সহস্র নয়ন।

৪

জীবন, পবন, এবে উভয়ে অচল,
নিদ্রিত ধরার আর নাহি বহে শ্বাস,
একটী পল্লব নাহি করে টল মল,
একটী ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস,
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
দিবসের শ্রম নর জুড়ায় এখন।

৫

নাহি সে বিমল সুখ কপালে আমার,
অভাগার নাহি শান্তি যাবৎ জীবন,
রাবণের চিতা প্রায়, হৃদয় যাহার,
নিশীথে তেমনি জ্বলে দিবসে যেমন।
কত করি অবিরত সাধিনু নিদ্রায়,
বাঁচাইতে শান্তিরূপ শীতল ছায়ায়।

৬

যেই দিন পিতৃশোক ছুরিকা বিষম,
ফুটিয়াছে এ হৃদয়ে জেনেছি তখন,
শুকাইবে আশালতা শুকাবে মরম,
তড়িত আহত তরু শুকায় যেমন।
সেই দিন হতে নিদ্রা করে না বর্ষণ,
শান্তির শয্যায়, সুখ কুসুম রতন।

৭

সৌভাগ্যের সিংহাসনে বিহরে যে জন
যশের সৌরভে পুরি দেশ দেশান্তর;
যার প্রেম পাশে রমা বাঁধা অনুক্ষণ,
নিদ্রা দেবী দিবানিশি তার অনুচর;
অশ্রুজলে কলঙ্কিত যাহার নয়ন,
সে নয়নে নিদ্রা নাহি পাতেন আসন।

৮

কণ্টকশয্যায় যদি রাখি কলেবর,
চিন্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে;
ঝরিয়াছে এক বিন্দু, ঝরিবে অপর,
এই অবসরে নিদ্রা নয়ন মন্দিরে
প্রবেশেন যদি, তবে আইসে সঙ্গিনী
যাতনিতে অভাগায় স্বপ্ন কুহকিনী।

৯

মায়া বলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস তরণী মম, জীবনের স্রোতে
লয়ে যায়, যথা আহা! শৈশব যখন
কেলিনু মনের সুখে, সাগর কপোতে
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে।

১০

সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতি, শৈশবে আমার,
খেলাইত যেই মতে ঊর্ম্মিমালাসনে,
নব জীবনের জলে, চুম্বি অনিবার
আশার মুকুল শত সোণার কিরণে;
দেখায় সে গত সুখ চিত্র মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্লান্ত বিষণ্ণ অন্তর।

১১

অমনি দেখিবামাত্র ছায়াবাজী প্রায়,
পলকে লুকায় সব চপলার গতি;
চিত্র করে পাপীয়সী প্রণয়রেখায়,
জনকের চিন্তাদগ্ধ পবিত্র মূরতি।
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছে বুক
ঋণ দায় যাতনায় অবনত মুখ।

১২

জনকের দীনভাব করিয়া দর্শন
উচ্ছ্বসিত হয় মম শোক পারাবার,
বিদরে হৃদয় দুঃখে, সন্তরে নয়ন
শোক অশ্রুজলে ; আহা ! সহেনাকো আর,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ভাঙ্গে এ স্বপন,
ঝরে নয়নের জল, মানে না বারণ।

১৩

ইচ্ছা হয় তখনই মুদিয়া নয়ন,
নিরখি আবার সেই স্বপনের ছলে,
প্রেমের প্রতিমা মম, স্নেহের সদন,
দেখি, যাহা দেখিব না জীবিতমণ্ডলে।
স্বপন, দীনের আশা উভয় অসার,
ফলে কি সাধিলে ? কবে ফলিয়াছে কার ?

১৪

শুধু একা আমি নহি, কবিতাকাননে
পশিয়াছে যেই জন, বসিয়া বিরলে
কাঁদিয়াছে কত নর জানে সেই জনে ;
আমার মতন জ্বলি, চিন্তার অনলে
পশেছে—নিদ্রার নাহি পাইয়া দর্শন—
অনন্ত নিদ্রায়, আমি পশিব যেমন।

১৫

কিন্তু আহা! কি হইবে নিশীথসময়ে
ভাসি নয়নের নীরে, ভাগিরথীতীরে,
অশ্রুতে দ্রবিত যদি কালের হৃদয়,
যেতেন না পিতা মম শমনমন্দিরে;
অশ্রুপাতে করি যদি ধরাবিদরণ,
জনকের তবু নাহি পাব দরশন।

১৬

কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি, দিবসে,
কাঁদি হিমাচলশৃঙ্গে, জলধির তলে,
কিম্বা যথা মেঘমাঝে বজ্রাগ্নি ঝলসে,
বাড়াই জলদরাশি নয়নের জলে,
কিম্বা মনদুঃখে, জলপ্রপাতভীষণ
পরাভবি অশ্রুবেগে, করিয়া রোদন।

১৭

তথাপি সে শান্ত মূর্ত্তি দেখিব না আর,
শুনিব না আর সেই মধুর বচন,
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার,
শুনিব না আর আমি যাবত জীবন;
মধুমাখা "বাবা" কথা বলিব না আর,
শ্রদ্ধার আলয় মম হইল আঁধার।

১৮

নিরন্তর এই আশা জাগিত অন্তরে—
ফিরিয়া স্বদেশে সুখে মন কুতূহলে,
জুড়াব বিরহ জ্বালা পিয়ে প্রেমভরে,
পিতার পবিত্র প্রীতি অমৃত ভূতলে।
অচির বিরহানল নিবিবে কি আর
ঘটিল কপালে চির বিরহ আমার।

১৯

প্রেমবিগলিত অশ্রু দেখেছিনু যাহা
আসিবার কালে আমি,এখনও ভাসে
যেন নয়নের কাছে ; শুনিয়াছি আহা!
যেই সুমধুর কথা প্রেমপূর্ণ ভাষে,
এখনো বাজিছে যেন শ্রবণে আমার,
এই জন্মে ভুলিব না, শুনিব না আর।

২০

বৎসরেক ভারতীর সেবিয়া চরণ,
লভিয়াছি যেই ফল আশা ছিল মনে,
পাসরিতে শ্রম, গৃহে ফিরিব যখন,
উপহার প্রদানিব পিতার চরণে।
কিন্তু বনবাস শেষে জানি নাই আর,
পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল পাপ-কপালে আমার।

২১

যে তরু আশ্রয় করি ছিনু এত কাল,
কালের কুঠারে যদি হইল পতন;
কি কাজ সহিয়া এত সংসারজঞ্জাল,
লুকাইব এই খানে, ত্যজিব জীবন।
ছাড়ুক দীনতা এবে অনল নিশ্বাস,
কি ভয় মরিতে? আমি জীবনে নিরাশ।

২২

উত্তরীয় যেই দিন করিনু ছেদন
জাহ্নবি! তোমার তীরে বিষাদিতমন,
ভেবেছিনু একেবারে কাটিব তখন,
উত্তরীয় সহ এই সংসারবন্ধন।
সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন।

২৩

চিত্রিত রবির করে, পঞ্চ সহোদর
দেখিনু ভাসিছে যেন জাহ্নবীজীবনে,
শৈশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর,
চেয়ে আছে অভাগারে কাতরনয়নে।
দেখিয়া হৃদয় যেন হল বিদারণ,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িনু তখন।

২৪

নাহি জানি এই ভাবে ছিনু কত কাল;
বোধ হলো কেহ যেন তুলিয়া আমায়,
বলিল, মৃণালভুজে করিয়া বন্ধন,
সহকারে বাঁধে যথা বসন্তলতায়,—
"প্রাণনাথ! দুঃখিনীরে ছাড়িয়া কোথায়
যাইবে বল না, মম কি হবে উপায়?"

২৫

"কি হবে উপায়?" আহা! শুনিনু যখন,
বিকল তরল কণ্ঠে কহিতে আমায়,
প্রতিজ্ঞার অসি-লতা ভাঙ্গিল তখন,
কাচের ফলক যথা অনলপ্রভায়।
বিধাতার এতই কি নিদারুণ মন,
মৃত্যুও দীনের পক্ষে দুর্লভ রতন!

২৬

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্ত দ্রব-করি
গৃহরূপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার?
দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ ঈশ্বরী
সহ গেলে স্বর্গপুরে, করিয়া আঁধার
ভকতহৃদয়াকাশ, শূন্যগৃহে পড়ি,
গুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়া গড়ি।

২৭

যেমতি জনক মম, চিন্তার অনল
নিবাইতে, পশিলেন অনন্তজীবনে ;
সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে, হৃদয়মণ্ডল
আঁধারিয়া শোকরূপ ঘন আচ্ছাদনে।
ভগ্ন ঘট প্রায় চিত্ত-ভগ্ন পরিবার,
বুকে হস্ত, ভয়ে ত্রস্ত, করে হাহাকার।

২৮

এই খানে মা দুখিনী পড়ে ধরাতলে,
বাতাহত স্বর্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রায়,
স্থির নেত্র, স্থির গাত্র, বদনমণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায় ;
দুগ্ধপোষ্য শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া,
কাঁদিছে অভাগা আহা ! মা মা মা বলিয়া।

২৯

সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল,
বালেন্দুবদনকান্তি, কোমল পরাণে
নাহি কোন চিন্তা, আহা ! অবোধ চঞ্চল,
কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না জানে ;
তথাপি স্নেহের কিবা মহিমা অপার,
মার মুখ চেয়ে তারা কাঁদে অনিবার।

৩০

চঞ্চল চরণে কেহ করিয়া ভ্রমণ
পতি-হারা-কুরঙ্গিণী-শাবকের প্রায়,
প্রতি ঘরে জনকের করে অন্বেষণ,
ভেবেছে জনক বুঝি আছেন কোথায়।
ডাকিতেছে "বাবা বাবা" বলি শূন্য ঘরে
প্রতারিছে প্রতিধ্বনি "বাবা বাবা" করে।

৩১

পথপার্শ্বে, তরুতলে, সরোবরতীরে,
বসি কেহ চেয়ে আছে চাতকের প্রায়;
দুনয়নে অশ্রুধারা ঝরে ধীরে ধীরে,
ভাবিছে "সপ্তাহ শেষ জনক কোথায়?"
মলিন কমলমুখ দেখি তরুগণ
পত্রচ্ছলে অশ্রুবিন্দু করে বরিষণ।

৩২

আশ্রয় পাদপ যদি প্রভঞ্জনবলে
হয় ধরাতলশায়ী, ঝরে পত্রগণ;
জ্বলি রবিকরে, ভিজি বরিষার জলে
আশ্রিত লতিকাপুঞ্জ হারায় জীবন;
তেমতি বিশুষ্ক দুই ভগিনী আমার,
মরেছে আশ্রয় তরু কে রাখিবে আর॥

৩৩

কে চাহিবে অভাগারে ? কে চাহে কখন
রাজপথপাশে বসি দরিদ্র নির্ধন
করে যবে হাহাকার ? কে করে যতন
বিকচ কমল আহা! শুকায় যখন ?
যেই দিন মরেছেন জনক আমার,
সে দিন জেনেছি পর হয়েছে সংসার।

৩৪

সেই দিন ভিক্ষাপাত্র করিয়াছি করে,
করিয়াছি জলাঞ্জলি কুল মান যশে ;
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে বিষণ্ণ অন্তরে,
ভাসিয়া নয়ননীরে, কি নিশি দিবসে।
সুখ আশা সেই দিন দিয়া বিসর্জ্জন,
চিন্তার অনল হৃদে করেছি স্থাপন।

৩৫

প্রতিদিন ত্যজি শয্যা মুছিয়া নয়ন,
বেড়াই মনের দুঃখে কত শত স্থানে,
কত পাষাণের কাছে করেছি রোদন,
চাহিয়াছি দীনভাবে কত মুখপানে।
মধ্যাহ্নরবির করে দহি কত বার,
স্বেদ সহ অশ্রুধারা ঝরেছে আমার।

৩৬

আশাপুলকিত মনে দেখি সরোবর,
পশিয়াছি কত বার বিষম দুর্গমে,
কিন্তু নির্দ্দয়তা-ব্যাধ, অর্থ অনুচর,
হানিয়াছে অস্ত্র আহা! এ দগ্ধ মরমে।
কত বার দুই কর প্রসারি গগনে,
চেয়েছি লভিতে আমি রজনীরঞ্জনে।

৩৭

প্রভাকর তীব্র করে অনাবৃতশিরে,
নিশির শিশিরে, ডুবি ধূলির সাগরে,
বেড়াইয়া পথে পথে, প্রাচীরে প্রাচীরে,
যে ফল লভেছি ভেবে হৃদয় বিদরে।
প্রতিদিন প্রাতে যাই আশা ভর করে,
প্রদোষে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি ঘরে।

৩৮

রজনীর কাণে কাণে দুঃখের বারতা,
কহিয়াছি কত শত বলিব কেমনে,
যামিনী শুনিয়া দুঃখ দেখি কাতরতা,
কাঁদিয়াছে ঝিল্লিরবে শুনেছি শ্রবণে।
আঁধার হৃদয়াকাশে তারার মতন,
ফুটিয়া শতেক আশা নিবেছে তখন।

৩৯

পুস্তক বিজনবন্ধু, কল্পনা আলয়,
প্রবেশি জুড়াতে মম নিশাথযন্ত্রণা,
নন্দনকাননে ভ্রমি, তবু মনে লয়,
বাড়িতেছে অভাগার মনের বেদনা ;
চিন্তার অনলে যার দহিছে জীবন,
বৈজয়ন্তধাম তার বিজন কানন।

৪০

প্রিয়তম বংশী মম প্রাণের দোসর
আলিঙ্গিয়া দুই করে, কহি তার কাণে
বিরলে দুঃখের কথা ; যথা পিকবর
কহে ঋতুকুলেশ্বরে, মোহিয়া সুতানে ;
সন্তাপের স্রোত তবু মানে না বারণ,
উচ্ছ্বসিত হয় দুঃখে, ভাসে দু নয়ন।

৪১

ভাসিতে ভাসিতে এই দুঃখের সাগরে,
যেই সব তৃণ লতা করিনু আশ্রয়,
ছিঁড়িয়াছে সব আহা ! বাঁচিব কি করে,
আসিতেছে জলোচ্ছ্বাস ডুবিব নিশ্চয় ;
আশার অঙ্কুর যত করিনু রোপণ,
ফলবতী না হইতে হইল নিধন।

৪২

জীবনের তরি, বিদ্যা অনন্ত সাগরে
ভাসিয়ে, যাইবে বড় সাধ ছিল মনে
যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে
অমর কবীশ বৃন্দ কনক আসনে।
কল্পনার সূত্রে গাঁথি কবিতার হার,
সাজাইব মাতৃভাষা দিব উপহার।

৪৩

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র, ফুটিলে নয়ন,
প্রবেশিব ধর্ম্মারণ্যে, পঙ্কিল হৃদয়
চৈতন্যের ভক্তিস্রোতে করি প্রক্ষালন
জুড়াইব অনুতাপ ; যুঝিব নিশ্চয়
বিষয়বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন।
ধর্ম্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন।

৪৪

তরণি যাইতে ছিল, সাহসপবনে
বিস্তারি ধবল পাখা গগনমণ্ডলে ;
আশারূপ দীপাবলী উজলি সঘনে
দুরূহ, দুর্গম পথ ; না জানি কি ছলে
দরিদ্রতা তুলি শিরঃ মৈনাকের প্রায়,
ডুবাইতে চাহে তরি কি করি উপায় ?

৫১

হৃদয় কেমনে তুমি বিদাইলে তারে,
প্রেমের প্রতিমা আজি দিলে বিসর্জ্জন ?
নয়নের মণি মম আলোক আঁধারে
কাঙ্গালিনী করে তারে ত্যজিলে এখন ?
এ জীবনবৃন্তে ওই কুসুম রতন,
ছিঁড়িলে মৃণাল পদ্ম বাঁচে কি কখন ?

৫২

প্রাণের প্রতিম মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
অভাগা তোদের কাছে লইল বিদায়।
মরিতাম যদি হেরি তোদের বদন,
চুম্বি, হাসি "দাদা" বলে ডাকিতে আমায়,
কালের কবল হতো কুসুমের হার,
শমনভবন হতো সুখের আধার।

৫৩

বয়সের ফুল যদি ফুটে দৈববশে,
বলিও লোকের কাছে চিন্তার অনলে
জ্বলি জ্যেষ্ঠ সহোদর, নবীন বয়সে
ত্যজিলেন প্রাণ দাদা জাহ্নবীর জলে।
মিছে আশা হায়! এই অঙ্কুর জীবন,
স্নেহজল বিনে কি গো বাঁচিবে কখন।

৫৪

দীননাথ ! তুমিমাত্র অনাথ আশ্রয় !
তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অর্পণ
পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, দীন, নিরাশ্রয়,
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
বল নাথ ! ইহাদের কি হবে উপায়,
অভাগার পরকালে কি হইবে হায় !

৫৫

এই তো জীবনরবি অস্তমিত প্রায়,
অপ্রভাত বিভাবরী আসিছে এখন,
সংসারের শোভা যত তাহার ছায়ায়
লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ায় স্বজন।
কিন্তু হায় ! কিছু মাত্র না জানি এখন
কি রূপ সে বিভাবরী অনন্তজীবন।

৫৬

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন,
যদি এ দুঃখের নাহি হয় উপশম,
কি ফল তোমার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
পাপে কলুষিত হয়ে ত্যজিয়ে জীবন ?
কিন্তু ভবিষ্যত ভয় ভাবি মনে মনে,
সংসারের এত জ্বালা সহিব কেমনে ?

৫৭

ত্যজিব জীবন, আর যা থাকে কপালে;
হৃদয়ের দাবানল নিবাব এখন;
প্রজ্বলিত পুনর্ব্বার হলে পরকালে,
কাতরে তোমাকে নাথ! ডাকিব তখন।
দয়ার সাগর তুমি, স্নেহের আসার
বরষিয়া, জুড়াইবে যন্ত্রণা আমার।

৫৮

প্রিয়তম সঙ্গিগণ! রহিলে কোথায়,
নিকটে থাকিতে যদি হায়! এ সময়,
একে একে সবাকার লইয়া বিদায়,
যাইতাম, আহা! এই বিদরে হৃদয়
সখাগণ! অশ্রুবিন্দু করিও পতন,
স্মরি অভাগার খেদপূর্ণ বিবরণ।

৫৯

জনক উদ্দেশে আমি করি নমস্কার,
জানি না মিলিব কিনা আবার দুজন;
সাধ ছিল চিহ্ন কিছু রাখিব তোমার
স্মরণার্থ, কিন্তু আশা হলো না পূরণ,
তরল না হতো যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধি মন্দির।

৬০

কোথা মাতা, কোথা ভ্রাতা, না দেখিনু হায়
দ্বাদশ বর্ষীয়া সেই চির বিরহিণী ;
অশ্রুবিন্দু ! কেন তুমি নয়নসীমায়
দুলিতেছ ? এই বেলা পরশ ধরণী।
নাহি দেরি, ছিঁড়িয়াছে মায়ার বন্ধন,
জীবনের অভিনয় ফুরাবে এখন।

(ধরাতলে পতন)

৬১

(নদীরব শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান)

কলকল রবে তুমি, অয়ি ভাগীরথি !
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে,
দেখেছ কি তুমি সেই দুঃখিনী যুবতী
ভাসিতে নয়নজলে ? যথা পারাবারে
ভাসে কর্ণধারহীন বিপন্ন তরণী ?
শুনেছ কি তুমি তার রোদনের ধ্বনি ?

৬২

ধীরতাপাষাণ ধনি করিয়া অন্তর,
উন্মুক্ত করেছে কিহে শোকপ্রবাহিণী ?
সেই স্রোত অশ্রুজলে হয়ে উষ্ণতর
মিশেছে কি তব নীরে অয়ি মন্দাকিনি !

সে দুঃখের কথা কিহে, আইলে হেথায়,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি কহিতে আমায়।

৬৩

ভূধরসম্ভবা তব সহোদরাগণ,
বেড়াইছে অনিবার অভাগার দেশে,
দুঃখিনীর প্রতিবিম্ব, হইয়া পতন
তাদের হৃদয়ে, আহা! এসেছে কি ভেসে
ভাগিরথি! তব কাছে? দেখি তার মুখ,
মনোদুঃখে তোমারও কি বিদরিছে বুক।

৬৪

কিম্বা শুনি অভাগার নিশীথবিলাপ,
মলিন মনের ভাব, বিরহযন্ত্রণা,
বাড়িল কি অয়ি গঙ্গে! তব মনস্তাপ?
সত্য বল দুঃখী আমি করো না ছলনা।
সর্ সর্ শব্দে কিলো কহিছ আমায়,
"যাও ঘরে ফিরে, কেন উন্মত্তের প্রায়?"

৬৫

কিম্বা নিজচিন্তামগ্ন আমি দুরাচার,
মর্ম্মরিলে তরুরাজি নৈশসমীরণে,
আমি ভাবি শুনি শাখী দুঃখ অভাগার,
নিশ্বাসিছে ধীরে ধীরে বিষাদিত মনে।

নিশির শিশির পড়ে, আমি ভাবি মনে,
কাঁদিছে নক্ষত্রাবলি দুঃখিত গগনে।

৬৬

ছিলে তুমি অয়ি গঙ্গে! হিমাচলশিরে,
তরল রজতাসনে, রাজরাণী প্রায়,
ভূতলে পতিত এবে তাই ধীরে ধীরে,
কাঁদিতেছ মনোদুঃখে একাকিনী হায়!
আমি ভাবি শুনি মম দুঃখের কাহিনী,
কাতরে কাঁদিছে আহা! নগেন্দ্রনন্দিনী।

৬৭

অনন্ত সাগরমুখে যাইতেছ যত,
ততই বাড়িছে তব রোদনের ধ্বনি;
পারাবারে যেই দণ্ডে হবে পরিণত
ভীষণ প্রলয়ঝড়ে কাঁপিবে ধরণী।
তরঙ্গে করিবে রঙ্গে ব্যোম আলিঙ্গন,
উঠিবে যে কলরব, ফাটিবে গগন।

৬৮

তেমতি এ অভাগার অন্তিম জীবন,
অনন্ত জীবনে লয় পাইবে যখন;
শতগুণ বাড়িবে কি শোক হুতাশন?
পাপে কলুষিত আত্মা করিতে দহন?

কি ফল জীবনবৃন্ত ছিঁড়িয়া অকালে ?
বরঞ্চ শুকাক শোককণ্টকমৃণালে।

৬৯

সামান্য শরীরক্লেশ সহা নাহি যায়,
আত্মার অশেষ দুঃখ সহিব কেমনে ?
কিন্তু ভাবী-দুঃখ ভাবি কোন ভরসায়,
ফিরিব আবার মম দুঃখের ভবনে ?
জননীর হাহাকার, প্রিয়ার রোদন,
সহিব কেমনে আহা ! যাবত জীবন।

৭০

নাহি কাজ এ জীবনে, পুনঃ এ সংসারে
পশিব না, ভ্রমিব না অর্থ অন্বেষণে—
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা, ভাসি নেত্রাসারে,
পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, নগরে, প্রাঙ্গনে।
বিদায় সংসারসুখ, বিদায় মায়ায়,
বিদায় প্রণয়ে, শেষে জীবনে বিদায়।

(ভূতলে পতন এবং নীরবে অবস্থিতি)

(চন্দ্রোদয় হইতে দেখিয়া)

৭১

এস এস শশধর ! রজনীরঞ্জন,
বারেক মনের সাধে নিরখি তোমার

মনোহর শান্ত মূর্ত্তি, রজত কিরণ,
জন্মের মতন যাহা দেখিব না আর।
এস শীঘ্র, এ সংসারে কেহ নাহি আর,
শুনিতে এ অভাগার দুঃখসমাচার।

৭২

তোমার উদয়ে দেব! বসুধা কামিনী,
কি সুন্দর বেশে মরি! শোভিছে এখন,
সহস্র তরঙ্গকর প্রসারি তটিনী,
তোমাকে প্রণয়ভরে করে আলিঙ্গন।
সর্ব্বরী ত্যজিয়া তার মলিন বসন,
কৌমদীবসনে ধনী হাসিছে এখন।

৭৩

যে দিকে ফিরাই আঁখি, শোভিছে সকল
অভিনব বেশে, মরি! এ আর কেমন?
নিশানাথ! অভাগার হৃদয় কেবল,
এখনো বিষাদে পূর্ণ তখন যেমন।
দরিদ্রের হৃদয়ের চিন্তা অন্ধকার,
বিনাশিতে, নাহি কিহে শকতি তোমার।

৭৪

উচ্চ সিংহাসনে বসি, তারাদলপতি!
মুহূর্ত্তে দেখিতে পার, সকল সংসার,

বল দেখি, বিনে সেই দুঃখিনী যুবতী,
অভাগার মত আহা! কে জাগিছে আর?
এই অৰ্দ্ধ নিশাকালে, আমার মতন,
দুঃখিনী জননী বিনে কে করে রোদন।

৭৫

এখনও তারা শশি! আছে কি বাঁচিয়া,
এতই কঠিন কি হে মানবজীবন?
দুর্ভাগ্যের অস্ত্রাঘাত অক্লেশে সহিয়া,
আছে কিহে এত দিন মম পরিজন?
কুসুমকলিকা মম চিন্তার অনলে,
বিশুষ্ক হইয়া বুঝি পড়েছে ভূতলে!

৭৬

প্রসারি সুস্নিগ্ধ কর, কুমুদরঞ্জন!
ধরিয়া চিবুক তার কহ কাণে কাণে,
"ভূতলশয্যায় মন্দ-ভাগিনী এখন,
চেয়ে আছ এক দৃষ্টে যে তারার পানে,
উদিলাম যবে আমি আকাশমণ্ডলে,
ডুবিল সে তারা ওই জাহ্নবীর জলে!"

৭৭

শশধর !
তব প্রেমালোকে বসি, নিশাথ সময়ে,
ভূতলে রক্ষিত কর, করেতে বদন ;
এই ভাবে বসি দগ্ধ মলিন হৃদয়ে,
বলিয়াছি কত কথা হয় না স্মরণ।
জীবনের কাহিনীর এ উপসংহার
করিলাম ; এই শেষ, বলিব না আর।
(চক্ষু নিমীলিত করিয়া নীরবে অবস্থান)

৭৮

(চমকিতভাবে)

এঁ——একি !!
কে আমার কাণে কাণে বলিল এখন
"যুবক ! নিরাশ এত বল কি কারণ ?
জান না কি সুখ দুঃখ নিশার স্বপন ?
সুখ চিরস্থায়ী কবে ? দুঃখ বা কখন ?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী,
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।"

৭৯

হাসিছে ধরণী ? আহা ! আমি কেন তবে,
মজিয়া মনের দুঃখে, বসি নদীতীরে,

ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন রবে,
কাঁদিতেছি অনিবার ভাসি নেত্রনীরে ?
আমার অপেক্ষা দুঃখী কত শত জন,
পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন।

৮০

মানুষের ধর্ম্ম এই ; আশা লতা তার
আজি পল্লবিত হয়, কালি মুকুলিত,
সলজ্জ কলিকা করে সৌরভ বিস্তার,
অভাগারে একেবারে করিয়া মোহিত।
মনে করে বিকাশিবে বাসনাকমল,
সৌভাগ্যের পূর্ণজ্যোতিঃ হতেছে উজ্জ্বল।

৮১

তৃতীয় দিবসে হিম—নিধনকারণ—
তাহার অজ্ঞাতে হায়! এসে আচম্বিত,
না জানি কি বিষবারি করি বরিষণ,
বিনাশে কুসুমকলি লতার সহিত।
তখন অভাগা হায়! হয়ে অচেতন,
ভূতলে পতিত হয় আমার মতন।

৮২

কেবল আমি তো নহি সকল সংসারে,
সুখ দুঃখ ক্রমাগত, চক্রের মতন,

ঘুরিতেছে অনিবার, কে রাখিতে পারে ?
কমলা অচলা হয়ে রয়েছে কখন ?
কি সুখ বিষয়ে ? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে।

৮৩

বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়,
কহিয়াছ উপদেশ মম কাণে কাণে,
তোমার গম্ভীর বাক্য করিয়া সহায়,
ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব সংগ্রামে।
কাপুরুষ প্রায় কেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়া ধর্ম্ম একেবারে দিব বিসর্জ্জন।

৮৪

কি ছার বিষয়চিন্তা, কি ছার সংসার,
কি ছার সম্ভোগলিপ্সা, অর্থই কি ছার,
মরিব কি তারি তরে, করি হাহাকার ?
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখপারাবার।
কি ভাবনা, গেছে সুখ ফিরিবে আবার ;
কিবা চিন্তা, আছে দুঃখ রহিবে না আর।

৮৫

নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয়ভাণ্ডারে,
যুঝিব একাকী আমি ত্যজিব না রণ,

দেখিব নিষ্ঠুর ভাগ্য কি করিতে পারে,
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,—
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন"।

পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী।

কবিতা পাঠ কালে স্থানে স্থানে অসঙ্গত বোধ হইতে পারে, এই জন্যে এই কামিনী কে? প্রথমে তাহার কি অবস্থা ছিল, তাহা পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে বলিতে হইল। এই যুবতী কোন এক পার্ব্বতীয় প্রদেশের ভাগ্যবানের দুহিতা। তাহার শৈশবকালে জনক জননী অসভ্য জাতির অত্যাচারভয়ে পলায়নসময়ে অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায় তৃতীয়বর্ষীয়া বালিকাকে অর্থপ্রলোভনসহ এক জন কৃষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পরে তাহাদের কি হইল, কেহই বলিতে পারে না। সকলের অনুভব, তাহারা অসভ্যদিগের খড়্গে নিহত হইয়াছিলেন। এই হতভাগিনী কৃষকগৃহে পালিতা। এক দিন এই যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তৎসঙ্গে

সঙ্গে পরস্পরের চিত্ত বিনিময় হয়। যুবক কৃষকের কাছে সবিশেষ অবগত হইয়া জানিতে পারিলেন, এই যুবতী তাহার পিতার পরম বন্ধুর কন্যা। পিতৃসমক্ষে আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। পিতা শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উভয়ের পরিণয় বিধান করিলেন। পরিণামে সেই পরিণয়বৃক্ষে কি ফল ফলিয়াছিল পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। প্রত্যুত হতভাগিনী তাহার প্রকৃত জীবনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল।

(জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে গবাক্ষদ্বারে একজন
পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী)

১

অনন্তসমুদ্রপ্রায় মানুষের মন !
নিরাশার ঝড় যবে প্রবাহিত হয়,
উৎক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, নীল তরঙ্গনিচয়
কে গণিতে পারে আহা ! কে গণে কখন ?
কে গণে কখন যবে প্রভঞ্জনবলে,
বাতাহত পাদপের ঝরে পত্রগণ ?
নিদাঘবাতাসবেগে, আকাশমণ্ডলে
বায়ূত্থিত বালিবৃন্দ, কে করে গণন ?

২

অকস্মাৎ কি অনল পশিয়া অন্তরে,
পোড়াইল দুঃখিনীর প্রেমতরুবর ?
বহিছে বিচ্ছেদঝড় তাহে নিরন্তর,
ঝরিছে পত্রিকাবৃন্দ হৃদয়কন্দরে।
ফুটিতেছে শুষ্কপত্র কণ্টকের প্রায়,
প্রণয়-দুর্ব্বল, ক্লান্ত, বিষণ্ণ অন্তরে,
অচিরাৎ হবে তরু উন্মূলিত হায় !
ফাটিবে হৃদয়, প্রাণ যাইবে সত্বরে।

৩

কি কায পরাণে, যদি হারানু প্রণয় ?
অবলার একমাত্র প্রণয় জীবন ;
প্রণয় জীবনবৃন্ত, সংসারবন্ধন,
ছিঁড়িয়াছে সে বন্ধন জেনেছি নিশ্চয়।
তুষিত যে এ জীবন কুসুমের প্রায়,
শীতল স্নেহের জল বর্ষি অনিবার ;
সে যদি সঁপিল তারে অনলশিখায়,
কে রাখিবে, কে সহিবে অবলার ভার ?

৪

প্রাণনাথ ! অবলারে কোন অপরাধে,
অতল বিস্মৃতিজলে করিলে মগন ;

কমলকলিকা কালে করিয়া গ্রহণ,
প্রস্ফুটিত না হইতে, বল কি বিষাদে
তেয়াগিলে ? হায় ! তব নিদারুণ মন।
শতেক পাষাণে বাঁধা হৃদয় তোমার,
দুঃখিনীরে যে অনলে করেছ অর্পণ,
দিন দুই বই নাথ বাঁচিব না আর।

৫

মরি কিম্বা বাঁচি নাথ ! কি ক্ষতি তোমার ?
শুকাইলে বাসি পদ্ম অলির কি দুখ ?
কিন্তু হায়! না দেখিনু তব প্রেমমুখ,
মৃত্যুকালে, এই দুঃখে কাঁদি অনিবার।
সেই দিন দুঃখিনীরে করিয়া চুম্বন,
চলি গেলে যবে যদি বলিতে আমায়—
"বিদায় জন্মের মত," ভরিয়া নয়ন
দেখিতাম মুখশশী ধরিয়া গলায়।

৬

সুনীল নয়নাকাশে নয়নের জলে
লইতাম প্রতিবিম্ব; পরম যতনে
রাখিতাম সেই চিত্র হৃদয় সদনে,—
একটী নক্ষত্র যেন আকাশমণ্ডলে।

সেই মূর্ত্তি নিরখিয়া প্রতিমা সুন্দর
সৃজিতাম; মাখি তার অধরযুগল
কালকূট বিষে, নাথ! চুম্বি সে অধর
ত্যজিতাম এ পরাণ খাইয়া গরল।

৭

দরিদ্রসম্ভবা আমি সামান্য রূপসী,
ছিলাম প্রান্তরে ক্ষুদ্র কুসুমের প্রায়।
এইরূপ কোন চিন্তা দিবানিশি হায়!
দংশিত না কীটপ্রায় অন্তরেতে পশি।
সামান্য রূপেতে মুগ্ধ হইবে না মন,
জেনে ছিলে যদি, তবে বল না আমায়
বনফুল রাজোদ্যানে করিয়া রোপণ,
কেন দহিতেছ তারে নিদাঘজ্বালায়?

৮

ছিল যেই কুরঙ্গিণী নির্জ্জন কাননে,
আপন মনের সুখে শীতল ছায়ায়;
জলআশা দিয়ে এনে মৃগতৃষ্ণিকায়,
কেন অকারণে তারে বধিলে জীবনে?
কাননকপোতী ছিল বসি তরুডালে,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রণয়ফাঁদে বাঁধি বিহগারে,

সোণার পিঞ্জরে রাখি, এ যৌবনকালে
ভুজঙ্গের দন্তে কেন সঁপিলে তাহারে?

৯

পিতা মম চিরদুঃখী জননী দুঃখিনী,
রূপেগুণে দীনা আমি, দুঃখিনী মহিলা;
পর্ণকুটীরের দ্বারে, সরলা, সুশালা,
ছিলাম উজ্জ্বলি (যেন স্থলকমলিনী)
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে; ভেবেছিনু মনে
দরিদ্র যুবক কেহ তুলিয়া আমায়,
পরিবে কোমল কণ্ঠে, পরম যতনে
দুর্লভ রতন সম। তা হইলে হায়!

১০

দুঃখিনীর এই দশা ঘটিত না আর,
দহিত না দিবানিশি এ চির অনলে,
কপোল বিন্যাস করি দুই করতলে
কাঁদিতে হত না, অশ্রু ঝরি অনিবার
ভিজিত না রজনীর রজত বসন।
শোভিতাম প্রাণেশের হৃদয়মণ্ডলে,
চন্দ্রের কিরণতলে শোভিছে যেমন
নিশির শিশিরবিন্দু শ্যাম দুর্ব্বাদলে।

১১

উষার মুকুটজ্যোতিঃ সুনীল গগনে
প্রকটিত হলে; তৃণশয্যা তেয়াগিয়া,
উষার প্রসাদে নব জীবন লভিয়া,
মেষপাল লয়ে সুখে প্রাণপতি সনে
যাইতাম ধীরে ধীরে কোমল চরণে।
শীতল দক্ষিণানিল প্রভাতে প্রান্তরে
চলে যবে, নাহি নমে মন্দ পরশনে
তৃণদল, নমিত না মম পদভরে।

১২

ছাড়িয়া প্রান্তরপ্রান্ত, চঞ্চল চরণে
অলক্ষিত পদক্ষেপে পর্ব্বতশিখরে
উঠিতাম সমীরণে পরাভব করে;
নিরখি হৃদয় মম নাচিতে সঘনে,
হাসিতেন পতি মম, বিকাশি দশনে
সরল প্রণয় হাসি; প্রতিবিম্বচ্ছলে,
হাসিত সে হাসি মম হৃদয় দর্পণে,
উষার রক্তিমা যথা সরসীর জলে।

১৩

বিদ্যুতপ্রতিম আমি নিবিড় কাননে
পশিতাম, ভ্রমিতাম নাচিয়া নাচিয়া,

(কাননদুহিতাপ্রায়, উল্লাসে মাতিয়া)
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে প্রাণেশের সনে।
দেখিতাম প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা
ঈষদচঞ্চল মরি সুমন্দ অনিলে,
দূরে স্বচ্ছ নির্ঝরিণী শব্দমনলোভা,
সুকোমল কলরবে জাগাত কোকিলে।

১৪

গাইত কোকিলগণ সুললিত স্বরে;
মিলাইয়া সেই স্বর "বউ কথা কহ"
গাইত শ্রবণে ঢালি মধুর আবহ,
হাসিতাম পতিমুখ চেয়ে লাজভরে;
কাননগায়ক, বনগায়কীর সনে
আরম্ভিত এক তানে রবির আরতি;
নাচিত শিখিনী পুচ্ছ প্রসারি গগনে,
নাচিতাম দুই কর তুলিয়া তেমতি।

১৫

মনসুখে পতিপাশে বসি তরুতলে,
গাইয়া পঞ্চম স্বরে কোকিলার সনে
মোহিতাম বনরাজী; প্রভাত গগনে
বিরাজিত সেই স্বর; নির্ঝরিণীজলে

কল্লোলিত; মর্ম্মরিত শ্যাম পত্রদলে,
কুসুমসৌরভ সহ বহিত পবন;
গাইতেন বনদেবী প্রতিধ্বনি ছলে,
কুরঙ্গ ভাঙ্গিত নৃত্য করিয়া শ্রবণ।

১৬

বাজিত অমৃতপ্রায় প্রাণেশের কাণে,
কহিতেন প্রেমভাষে ধরিয়া আমায়
"শুনি লো সঙ্গীত তোর অমৃতধারায়
নিরবিল পিকবর, নীরবে বিমানে
উঠিলেন দিনমণি ত্যজিয়া উষারে;
নীরবে কুসুমকলি ফুটিল কাননে;
নীরবে ভাসিছে দেখ নয়ন আসারে
স্থিরনেত্রা কুরঙ্গিণী অয়ি সুলোচনে!"

১৭

মধুময়ী প্রেমকথা শুনি পতিমুখে,
পুলকে নাচিত প্রেম-পূরিত হৃদয়,
বিকাশি অধরে আহা! চারু শোভাময়
মধুর ঈষদ্ হাসি; প্রাণেশের বুকে
গলিয়া লজ্জায়, সুখে ধরিয়া গলায়,
রাখিতাম মুখশশী; বহিত মলয়

চুম্বিয়া কুসুমকুঞ্জ, প্রভাত সময়ে,
চুম্বিতেন প্রাণনাথ আদরে আমায়।

১৮

খুলিত স্বর্গের দ্বার ; বহিত অন্তরে
কি সুখের স্রোত আহা ! বলিব কেমনে ?
সেই তুঙ্গ শৃঙ্গে, সেই নির্জ্জন কাননে,
সেই তরুতলে, সেই প্রভাকরকরে,
লভি নাই সেই সুখ ; হেন মনে লয়
তুচ্ছ করি রাজ্যভোগ, তুচ্ছ করি ধন ;
যদি পাই প্রিয়তম পতির প্রণয়ে,
সরল বিমল সেই প্রণয়চুম্বন।

১৯

ক্রমশঃ বাড়িত বেলা, ফিরিয়া কুটীরে,
কলসী লইয়া কক্ষে, সমানবয়সী
যত সঙ্গিনীর সঙ্গে, যেতেম সরসী-
তীরে, মানস-সরসে যেন ধীরে ধীরে
কনক হংসিনী-মালা। হাসিতে হাসিতে
কহিতাম, শুনিতাম, কত শত কথা !
করিতাম জল-ক্রীড়া, নীল সলিলেতে
শোভিতাম, নীলাকাশে তারাগণ যথা।

২০

রন্ধন-শালায় সুখে, অঞ্চল পাতিয়া
ধরাতলে শুইতাম, বিমুক্ত বসনে ;
গাইতাম শূন্য মনে, শূন্য দরশনে,
বঁধুর প্রণয়-গীত, অন্তর খুলিয়া।
অন্যমনা দেখি মোরে নিবিত অনল
ধূমেতে আঁধারি মম যুগল নয়ন ;
জ্বালাইতে পুনর্ব্বার, নয়নের জল
ঝরিত শুকাতো সেই অনলে তখন।

২১

কভু যদি মনোদুঃখে, অবনত মুখে
বসিতাম, নিরখিয়া অবনীর পানে ;
প্রাণের পুতলী মম, কোমল সন্তানে
মাথা তুলি, “মা মা” বলি মাথা দিয়ে বুকে,
কোমল মধুর স্বরে ডাকিত যখন ;
কিম্বা যবে প্রাণপতি গলায় ধরিয়া
কহিতেন “কেন প্রিয়ে ! মলিন বদন ?”
সুখের সাগরে আহা ! যেতেম ভাসিয়া।

২২

কল্পনে এ চিত্র কেন করি প্রদর্শন,
বাড়াইছ দুঃখিনীর বিরহসন্তাপ ?

তৃষ্ণায় কাতরা আমি, আমায় এ পাপ
মরীচিকা দেখাইয়া; বধ কি কারণ?
অন্ধকারে পথ-হারা, যেই অভাগিনী
ভৌতিক আলোকে কেন, প্রতারিছ তারে?
দুঃখের সময়ে কহি সুখের কাহিনী,
অনুতাপানলে কেন দহিছ আমারে?

২৩

আমি অভাগিনী, এই নিশীথ সময়ে,
ভবাক্ষের কাষ্ঠোপরি রাখিয়া বদন,
করিতেছি মনোদুঃখে নীরবে রোদন,
বিষাদস্রোতের বেগে বিদরে হৃদয়।
এই পৃথিবীতে আহা! কে আছে আমার
মুছিবে নয়নে মম, নয়নের জল?
প্রেমভরে তুলি মুখ, চুম্বি বারম্বার
বাঁচাইবে এই শুষ্ক অধর যুগল?

২৪

প্রাণনাথ! অশ্রুবারি পড়ি ধরাতলে,
শোভিছে শিশিরসম দুর্ব্বার আগায়;
আর কত বিন্দু নাহি পড়িতে ধরায়,
কোথায় উড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের বলে

যাইতেছে নাহি জানি ; হেন মনে লয়
পতির উদ্দেশে তারা করিছে গমন।
নিরেট পাষাণময় যাঁহার হৃদয়,
নয়নের জলে সে কি দ্রবিবে কখন ?

২৫

কেমনে হৃদয়নাথ! জীবনজীবন
ভুলিয়া রয়েছ এই দুঃখিনী তোমার ?
কেড়ে নিয়ে অবলার পরিণয়হার,
কেমনে বিস্মৃতি-জলে দিলে বিসর্জ্জন ?
কেমনে কাটিয়া দৃঢ় উদ্বাহ-বন্ধন
শুকাইলে দুঃখিনীর সুখ প্রবাহিণী।
কেমনে ভুলিলে তব বিগত জীবন
বিগত প্রমোদক্রীড়া, প্রণয়কাহিনী।

২৬

এক দিন, হায় নাথ! পড়ে কি হে মনে
সেই দিনে ? এক দিন নির্ঝরিণীপাশে
যথায় নির্গত বারি তৃষিতে সম্ভাষে,
ভাসায়ে প্রণালি-শিলা স্ফটিকজীবনে,
বসিয়া ছিলাম নাথ! শীতল ছায়ায় ;
মধ্যাহ্নরবির করে, সলিলসীকর

পতিত হইতে ছিল ইন্দ্রধনু প্রায়
বিকাশি কিরণছটা, মরি কি সুন্দর !

২৭

প্রখর ভানুর করে তাপিত অবনি ;
মণ্ডিত আতপতাপে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
অদূরে জ্বলিতেছিল ধাঁধিয়া নয়ন,
বিহঙ্গ বসিয়া ডালে নীরবে অমনি ।
কেবল বায়সগণ কখন কখন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্নস্বরে ;
গাভিগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন,
রোমন্থ করিতেছিল ক্লান্ত-কলেবরে ।

২৮

সর্ সর্ স্বরে শান্ত নির্ঝরসলিল
পতিত হইতেছিল রজত-ধারায় ;
ফাল্গুনে পল্লবে পূর্ণ অটবীছায়ায়,
তীব্রতাপে ভীত মন্দ মধ্যাহ্ন অনিল
বেড়াইতেছিল ধীরে, চুম্বি পত্রদল,
নাচাইয়া ছিন্ন বেণী অলকাকুন্তল,
দোলাইয়া কর্ণদোল, কলিকাকমল,
উড়াইয়া ধীরে ধীরে সুচারু অঞ্চল ।

২৯

শিলাতলে বসে সুখে, বালনিবন্ধন
অনাবৃতদেহ-লতা নবমুকুলিত ;
অতি মুকুলিত নহে, নহে বিকসিত,—
প্রাণনাথ। সে মূর্ত্তি কি হয় না স্মরণ ?
মধুর অস্ফুট স্বরে, গাইতে গাইতে,
অন্যমনে, অধোমুখে, কুসুমের হার
গাঁথিতেছিলাম নাথ! হরষিত চিতে,
সেই চিত্র, এই চিত্র, দেখ একবার।

৩০

কেমনে না জানি হায়! বিধির বিধান,
কোথা হতে আচম্বিতে পান্থ এক জন,
বলিল মধুর স্বরে, মোহিয়া শ্রবণ—
“সুন্দরি! তৃষিত পান্থে কর জলদান”।
চমকি, চমকে যথা সুপ্ত কুরঙ্গিণী
শুনিয়া, শিয়রে ব্যাধবংশীর সংঙ্গীত,
চাহিনু কুক্ষণে হায়! আমি অভাগিনী,
পথিক নয়নপথে, হইল পতিত।

৩১

কে সে পান্থ! প্রাণনাথ। পড়ে কি হে মনে?
পড়ে কি হে মনে সেই নবীনা রমণী ?

দ্বাদশ বৎসর গত, তবু অভাগিনী
তুলিতে চিত্রিতে পারে, নিরখে নয়নে
সেই চিত্র ; পারে নাথ ! বলিতে এখন
করে গণে কত দিন হইয়াছে গত।
সেই দিন প্রবেশিলে জীবনের ধন,
অবলার হৃদয়েতে ভুজঙ্গের মত।

৩২

আর এক দিন নাথ ! সেই দিন হায় !
পড়ে যবে মনে, এই বিষণ্ণ অন্তর
হাসে, যথা হাসে শান্ত সুনীল সাগর,
ভাসে যবে পূর্ণশশী শারদ নিশায়।
"অপ্সরাপর্ব্বত" শিরে শিলার উপরে,
চক্রাকারে বেষ্টি যারে ঝাউগাছ যত,
দাঁড়াইয়া এই চিত্ত-মোহিনী শিখরে,
দূর হতে শোভা পায় কিরীটের মত।

৩৩

অঞ্চল পাতিয়া সুখে করিয়া শয়ন ;
বালিশ দক্ষিণবাহু ; শান্ত দু নয়নে
চেয়ে আছি এক দৃষ্টে একতান মনে।
অস্ত যায় দিনমণি, লোহিত বরণ

বিতরি অলক্ত কান্তি পশ্চিম গগনে ;
কনককিরীট শিরে পাদপনিচয়
প্রণমিছে প্রভাকরে সায়হ্নপবনে ;
হাসিছে প্রকৃতি মরি ! চারু শোভাময়।

৩৪

সুদূরে তরঙ্গ-মালা, বঙ্গ-পারাবারে
তুলিয়া তরল শিরঃ, নীল কলেবর ;
দেখিছে কেমনে অস্ত যায় প্রভাকর ;
সে নীল সলিল-লীলা কে বর্ণিতে পারে ?
অদূরে সুবর্ণরেখা শান্ত স্রোতস্বতী,
সন্ধ্যালোকে শোভে যেন রজতের হার,
শোভে তীরে তরুরাজী শ্যামরূপবতী ;
ভাসে নীরে ক্ষুদ্রতরী পক্ষীর আকার।

৩৫

গাভিগণ অগণন চরিতেছে মাঠে,
ছুটিতেছে বৎসগণ উচ্চ পুচ্ছ করে,
নীড় অন্বেষণে এবে দিগ-দিগন্তরে
উড়িতেছে পক্ষিগণ ; সরোবরঘাটে
শোভিতেছে দীনহীনা কুলনারীগণ,
কলসী কোমল কক্ষে, বক্র কলেবর ;

বহিতেছে ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসমীরণ,
কাঁপে লতা, কাঁপে পাতা, কাঁপে সরোবর।

৩৬

মরালের কলরব বিহঙ্গকূজন;
তরুতলে শূন্যমনে রাখালের গীত;
বালকের ক্রীড়া-ধ্বনি, শৈশবসঙ্গীত;
গ্রামবাসি-কোলাহল, সাগর-গর্জ্জন;
দূরবহ সন্ধ্যানিলে মধুর হইয়া,
বিমোহিত করিতেছে শ্রবণবিবর;
একতানে ঝাউগণ স্বনিয়া স্বনিয়া
গাইতেছে সুললিত সঙ্গীত সুন্দর।

৩৭

দেখিয়া শুনিয়া হলো উচাটন মন,
ঢাকিল ভাবনা-মেঘে হৃদয় আকাশ;
বহিল পাষাণভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
হইল পদ্মিনী-প্রায় মলিন বদন।
দুই এক অশ্রু বিন্দু পাষাণে ঝরিয়া
শোভিল পঙ্কজভ্রষ্টনীহার পাতায়;
কি ভাবনা ? কেন অশ্রু ? কাহার লাগিয়া ?
আছে কিহে মনে নাথ! বলেছি তোমায় ?

৩৮

মনোদুঃখে আলাপিয়া মধুর মূল্‌তান,
গাইতেছি উচ্চস্বরে মুদিত নয়ন ;
ভাবিতেছি হবে মম অরণ্যে রোদন,
শুনিছে নির্ব্বাক তরু নিরেট পাষাণ।
নিরবিনু যবে ধীরে সাঙ্গিয়া সঙ্গীত,
ফুটিল কপালে এক সুখদ চুম্বন,
মেলিনু নয়ন ভয়ে হয়ে চমকিত,
যে মূর্ত্তি ভাবিতেছিনু দেখিনু তখন।

৩৯

উঠিতে দুর্ব্বল-ভাবে করে ভর করি
অমনি দু হাতে নাথ ! ধরিলে আমায় ;
তব বাম অংসোপরে, গলিয়া লজ্জায়
রাখিনু বদন মম, মরি মনে করি।
শিহরিল অঙ্গ মম, চঞ্চল হৃদয়
নাচিতে লাগিল দ্রুত না জানি কারণ ;
নিশ্বাস হইতে ছিল সেই তালে লয় ;
নীরবে নয়ন-নীর, হইল পতন।

৪০

পাষাণের পানে প্রাণ ! ছিলাম চাহিয়া,
তখন তা জানি নাই, জানিনু এখন ;

পাষাণে নয়ন মন না হলে পতন,
নাহি কাঁদিতাম এবে বিষাদে মজিয়া।
প্রাণনাথ! প্রেমভরে চিবুক ধরিয়া
করিলে "প্রেয়সি!" বলি প্রিয় সম্বোধন;
চাহিনু সজলনেত্রে, ঈষত হাসিয়া,
রুমালে অমনি নাথ! মুছিলে নয়ন।

৪১

সেই শিলাতলে বসি, সেই সন্ধ্যালোকে,
মোহিয়া মোহন স্বরে মোহিলার মন,
বলেছিলে কত কথা, হয় কি স্মরণ?
স্মরিলে সে সব কথা, পাসরিয়া শোকে,
পাসরিয়া নাথ! তব নিষ্ঠুর যন্ত্রণা,
আনন্দে অচল হয় অন্তর আমার।
ইচ্ছা হয় ত্যজি এই ধনবিড়ম্বনা,
ম্লান বেশে শিলাতলে বসিগে আবার।

৪২

রাজার নন্দিনী সেই রাজার গৃহিণী,
জানিত কি বনবাস, ললাটে লিখন?
জানিত কি নিরাশায় যাইবে জীবন?
আয়েষা অবলা কুলে চির অভাগিনী?

শ্মশানে কাটিতে হায়! নেবে প্রাণপতি,
জানিত কি তপস্বিনী কপালকুণ্ডলা?
দুঃখিনীর পরিণামে এই হবে গতি,
জানিত কি প্রাণনাথ! অবোধ অবলা?

৪৩

এত যত্নে পত্নী-ভাবে করিয়া গ্রহণ,
কোন দোষে বিসর্জ্জিলে বিস্মৃতি অনলে?
অবলাজীবনতরি, প্রেমসিন্ধুজলে
ভাসাইয়া কেন নাথ! করিলে গমন?
যদি দাসী কোন দোষে দোষী ও চরণে,
আমূল ছুরিকা কেন বসালে না বুকে?
তা হলে তো অনুতাপ অনন্ত দংশনে
দহিত না, যাইত না, আজীবন দুঃখে।

৪৪

বিদ্বান্ আদর্শ তুমি বীর অলঙ্কার;
সঙ্গীত-সুধার সিন্ধু; শিল্পির সোহাগ;
দয়ার দক্ষিণ-হস্ত; দেশ অনুরাগ
প্রজ্বলিত ছিল নাথ! হৃদয়ে তোমার।
যশের আকর তুমি, গাম্ভীর্য্যে জলধি,
পরদুঃখে দুঃখি মন, আর্দ্র নিরন্তর,

স্নেহ-জলে নেত্রদ্বয় সিক্ত নিরবধি,
গৌরবব্যঞ্জক তব ললাট সুন্দর।

৪৫

পবিত্র ঈশ্বরপ্রীতিপূর্ণকলেবর
পুলকে পূর্ণিত হতো, যবে একাসনে
চন্দ্রালোকে বসি ছাতে অবিচল মনে
উপাসনা করিতাম. তাপিত অন্তর
দহি অনুতাপানলে, সলিলশীকর
পতিত করিত তব নব নয়নযুগল ;
গাইতে গম্ভীর স্বরে, সঙ্গীত সুন্দর,
আনন্দে অন্তর তব হইত অচল।

৪৬

কেমনে সে ধর্ম্মজ্যোতিঃ পাপ অন্ধকারে
নিবাইলে প্রাণেশ্বর ! বল না আমারে ?
কেমনে ভুলিয়া সেই জীবনসখায়,
ডুবিলে জঘন্য এই পাপ পারাবারে ?
পবিত্র প্রণয়রূপা ধর্ম্ম প্রণয়িনী,
পরিণয় পাশে যারে করেছ বন্ধন,
কেমনে ত্যজিয়া সেই জনমদুঃখিনী,
বারবিলাসিনী প্রেমে হইলে মগন ?

৪৭

ছিল না কি বারি মম প্রেম সরোবরে ?
নিবিত না তৃষ্ণা কি হে সুশীতল নীরে ?
ত্যজি এ নির্ম্মলজল, ত্যজি দুঃখিনীরে ,
কেন ঝাঁপ দিলে হায়! পাপের সাগরে ?
রূপের ভাণ্ডারে নাথ! যৌবন রতন
ছিল না কি ? ছিল না কি ? রসিকতা হায়!
(চিত্তমুগ্ধকরী শক্তি ?) তবে কি কারণ
সঁপিলে জীবন মন বারবনিতায় ?

৪৮

প্রণয় অমূল্য নিধি সতীর সম্পদ,
রাখে পতিপ্রাণা নারী পরম যতনে,
প্রদানিতে প্রিয়তম পতির চরণে ;
সতীত্বমৃণালে প্রেম, ফুল্ল কোকনদ।
পরিণয়কালে কলি হয়ে বিকশিত,
পরিমল দান করে যাবত জীবন ;
দেবের দুর্ল্লভ আহা! অমরবাঞ্ছিত,
পারে কি বেশ্যায় দিতে এমন রতন ?

৪৯

বিকচ কমল আশে কোন মূঢ় জন,
ঝাঁপ দেয় বেগবতী স্রোতস্বতী-জলে ?

মধুলোভে মত্ত হয়ে ত্যজিয়ে কমলে,
ভুজঙ্গিনী ওষ্ঠাধর কে করে চুম্বন ?
সুশীতল জল লাগি তৃষিত হৃদয়ে,
বাড়ব অনলে বল, কে হয় মগন ?
বারাঙ্গনাহৃদয়েতে যে চাহে প্রণয়,
মৃগতৃষ্ণিকায় তার, নীর অন্বেষণ।

৫০

সোণার সংসার তব ডুবাইয়া জলে,
ত্যজিয়া অচল বৃদ্ধ জনক জননী,
ত্যজিয়া কনিষ্ঠা পতিবিহীনা ভগিনী,
কেমনে ভুলিলে সেই পাপিনীর ছলে ?
আজন্ম রোপিত তব প্রণয়ের লতা
কেমনে অকালে তারে করিয়া ছেদন ?
কেমনে পাষাণ মনে, ত্যজিয়া মমতা
প্রেমের প্রতিমা তব দিলে বিসর্জ্জন ?

৫১

দিবানিশি কাঁদি নাথ ! বসিয়া বিরলে,
পশিনা সস্মিতমুখে সঙ্গিনী-সমাজে,
প্রবেশি কখন যদি, মরি খেদে, লাজে,
যারে চাহি বোধ হয় সেই যেন বলে

মনে মনে, "ইনি কেন এলেন হেথায়
পতিহারা কুবাতাস লাগাইতে গায় ?"
অমনি মলিন মুখে নিরখি ধরায়,
ঝরে নয়নের জল, না দেখি কোথায়।

৫২

খেলিত সতত যেই হাসি মনোহর,
প্রণয়পীযূষে মাখা, সুন্দর, সরল,
তরল সুবর্ণপ্রায়, নয়ন যুগল
উজ্জ্বলিয়া নীলালোকে, রঞ্জিয়া অধর।
ঢেকেছে বিষাদ-মেঘে বদনমণ্ডল,
লুকায়েছে সেই হাসি, জলদনয়ন
বর্ষিতেছে অনিবার, বরিষার জল,
কেমনে বিদ্যুত হাসি ভাসিবে এখন ?

৫৩

তেয়াগিতে শরশয্যা নাহিক শকতি,
উঠিতে দুর্ব্বল দেহ কাঁপে থর থর,
দীন নেত্র, হীন চিত্ত, ক্ষীণ কলেবর,
নিদাঘ অনলে শুষ্ক লতিকা যেমতি,
মাটিতে রাখিয়া বুক, রাখিয়া বদন,
কহি বসুধার কাণে দুঃখ সমাচার,

সমুদ্র সমান মম মনের বেদন,
ধরা বিনা কে ধরিবে ? কে শুনিবে আর ?

৫৪

বয়সেতে শ্বেতকেশা শাশুড়ি আমার,
প্রাণের অধিক ভাল বাসেন আমায় ;
নীরবে ভাসেন তিনি নয়নধারায়,
নিরখিয়া দুঃখিনীর মলিন আকার।
"মা মা" বলি অতিবৃদ্ধ শ্বশুর যখন
ডাকেন আমারে আহা ! সকরুণ মনে ;
দেখি অশ্রু, ঘোমটায় ঢাকিয়া বদন ;
নয়নের বারি নাথ ! নিবারি নয়নে।

(নিকটস্থ শয্যার প্রতি চাহিয়া)

৫৫

এই যে রয়েছে শুয়ে চির অনাথিনী
সহোদরা স্নেহনেত্রে নিরখে আমায় ;
ভুলাইতে দুঃখ মম, ধরিয়া গলায়,
বলে কত শত কথা দিবসযামিনী।
প্রবোধ না মানে যদি আপনার মন,
দেবের অসাধ্য তারে, করে নিবারণ,
মানে কি জ্বলন্তানল তৈলাক্ত বসন ?
নদী-স্রোত মানে কবে বালির বন্ধন ?

৫৬

ছায়ারূপে থাকি সদা নিকটে আমার,
ডুবাইতে চাহে তার আনন্দ হিল্লোলে
বিষাদ-লহরী মম, ধরিয়া কপোলে
একেবারে দিয়ে হাসি-সাগরে সাঁতার,
কত মত রঙ্গ করে; ভাবে মনে মনে
বিকাশিবে হাসিরাশি অধরে আমার;
নির্ব্বাপিত দীপে যথা দীপ-পরশনে
পুনর্ব্বার হয় পূর্ণ আলোক সঞ্চার।

৫৭

কভু যদি অন্য মনে ভাসি নেত্রনীরে,
কাঁদি আমি, শূন্যপানে করি নিরীক্ষণ;
নিরখিয়া হায়! মম মলিন বদন,
দাঁড়াইয়া পাশে মাথা রাখিয়া প্রাচীরে
কাঁদে ধনী; ভাঙ্গে যবে জাগ্রতস্বপন,
আপন বৈধব্যদশা সকাতরে কয়;
কি অধিক ক্লেশকর জানে নি এখন,
হতাশ বৈধব্য, কিবা নিরাশ প্রণয়।

৫৮

সখি! তুমি যে নিদ্রায় শায়িত এখন,
পোহাইলে বিভাবরী জাগিবে আবার;

কিন্তু যেই নিদ্রা আজি হইবে আমার,
শত বিভাবরী-শেষে হবে না চেতন।
প্রভাতে সুগন্ধবহ মন্দ সমীরণ,
সঞ্জীবনী সুধারাশি করি বরিষণ,
কোকিল-কাকলি, কিবা বিহঙ্গ-কূজন,
ভাঙ্গিবে না নিদ্রা মম, তোমার যেমন।

৫৯

নাথের নিষ্ঠুর ভাব, বিরহযন্ত্রণা,
নিরাশ প্রণয়দুঃখ, চিন্তার দংশন
দহিবে না, সহিব না এখন যেমন ;
কিন্তু ছাড়িব না পতি প্রণয়বাসনা।
ধর্ম্ম-পরিণয়রূপ দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধন
দিয়াছেন বিধি সখি ! আদরে আমায় ;
অনন্ত জীবন আমি পাইব যখন,
অনন্ত বন্ধনে সখি ! বাঁধিব সখায়।

৬০

কালি "দিদি দিদি" বলি ডাকিবে যখন,
কাতরে "কি দিদি" আমি বলিব না আর ;
জিবনযামিনী মম পোহাবে এবার,
ভাঙ্গিয়াছে প্রিয় সখি ! প্রণয়স্বপন।

অরুণ খুলিবে যবে পূর্ব্বাশার দ্বার,
অনন্ত জীব-দ্বার খুলিব তখন ;
জানি আমি কত দুঃখ হইবে তোমার,
কিন্তু সখি ! কি করিব ললাট-লিখন ।

৬১

সখিরে !—
পরম আদরে, অন্তরে আমার,
রোপিনু প্রণয় লতা ;
বিষময় ফল, ফলিল এখন,
বাসনা হইল বৃথা ।
যুড়াতে জীবন, শীতল ছায়ায়,
বসিনু মনের সুখে,
কে জানিত হায় ! কোটর হইতে
ভুজঙ্গ দংশিবে বুকে ?
সখিরে ! কি কব করম কথা ?
প্রণয় ভাবিয়া, পাষাণ হৃদয়ে
চাপিয়া, পাইনু ব্যথা ।
কুসুম-কলিকা, জিনিয়া বালিকা,
ছিলাম যখন সই !

প্রণয় কেমন, জানি নাই আমি,
শৈশব আমোদ বই।
মধুকর ভ্রমে, বিকাশিনু দল,
ভাসিয়া যৌবন জলে,
নিদারুণ কীট, পশিয়া মরমে,
শুকালো বিকচ-দলে।
সখি!—
যায় প্রাণ যায়, দংশন-জ্বালায়
বাঁচিনে পরাণে আর;
জীবন-মৃণাল, এই ছুরিকায়,
কাটিব করেছি সার।
আমার লাগিয়া, কাঁদিওনা সখি!
ভাসিয়া নয়ন জলে;
কপাল-লিখন, কে মুছিতে পারে,
কে জিনে অদৃষ্টবলে?
কেন অশ্রু তুমি, কর বিড়ম্বনা,
ভূতলে হও পতন;
অভাগীর মুখ, বারেক নিরখি,
নিরখি প্রেমনয়ন।
সখি রে!—

কালি যদি পতি, ফিরেন আলয়ে,
বলিও তাঁহার কাণে ;
গত প্রেম স্মরি, হত দুঃখিনীরে
পবিত্রা প্রেয়সী জ্ঞানে,
লইতে হৃদয়ে, তা হলে নিশ্চয়,
বাঁচিবে দুঃখিনী প্রাণে।
হৃদেশ-পরশে হৃদয়-সরসে,
ফুটিবে জীবন ফুল ;
চুম্বিলে অধর, অমৃত-সিঞ্চনে,
বাঁচিবে লতা নির্ম্মূল।
শ্বশুর শাশুড়ী, শোকের সাগরে,
ভাসিবে আমারি তরে ;
নিকটে থাকিয়া, সতত শুশ্রূষা,
করিও পরমাদরে।
কোথায় জননি ! বসে মা এখন,
দেখিছ দুহিতাদুখ ;
কোথায় জনক, এস বাপধন,
নিরখি তোমার মুখ।
বহু দিন "বাবা" বলি নাই আমি,
আনি নি "মা" কথা মুখে ;

দেহ অবরোধ, ঘুচিল এখন,
লও মা মেয়েরে বুকে।

সখি!—
যেই অভাগিনী, অনাথা বালিকা
আমায় মা বলে ডাকে;
অলঙ্কারগুলি, দিও তারে সখি!
পালিও যতনে তাকে।

আর একটী কথা—
এই যে অঙ্গুরী, রহিয়াছে করে,
যে করে দিলেন পতি,
প্রেম-নিদর্শন, প্রথম-মিলনে,
রেখেছি করে তেমতি।
দেখিলে অঙ্গুরী, প্রাণেশের মনে,
পড়িবে বিগত কথা,
পাইবেন দুঃখ, কি কাজ, স্বজনী
মনে তাঁর দিয়ে ব্যথা?
রকতে লিখিয়া হৃদয়ে আমার
পতির পবিত্র নাম,
চিন্তা-দগ্ধ-হিয়া, চিতায় দহিও,
প্রণয়ের পরিণাম।

৬২

বিগত নিশীথে সখি! শুয়েছি শয্যায়
তব পাশে, গবাক্ষের অনর্গল দ্বার
অতিক্রম করি ধীরে বহে অনিবার
নৈশ সমীরণ-স্রোত; কচিৎ তাহায়
কাঁপিছে অলকাবলী, কাঁপিছে অঞ্চল;
চেয়ে আছি এক দৃষ্টে আকাশের পানে,
ভাসিতেছে পূর্ণশশী, নক্ষত্রমণ্ডল
কাঁপি চল-সমীরণে, সুনীল বিমানে।

৬৩

নীরব নিদ্রিতা ধরা, হাসিছে রজনী;
তরুগণ একেবারে সহস্র দর্পণে
দেখাইছে প্রতিবিম্ব কৌমুদীরঞ্জনে,
নাচিয়া উল্লাসে যথা নর্ত্তকী রমণী।
একটী বিমল জ্যোতি, গবাক্ষের দ্বারে
পতিত হইল সখি! হৃদয়ে আমার,
যুড়াইতে বুঝি চিন্তা-দগ্ধ-অবলারে,
অমনি খুলিল সখি! স্মৃতির দুয়ার।

৬৪

সুখের শৈশব কাল, কৈশোর প্রমোদ,
প্রেমের সঞ্চার সুখ, পতির মিলন,

সেই নির্ঝরিণী তীর, সেই সম্ভাষণ,
পর্ব্বত শিখরদেশ, পাষাণে আমোদ,
পরিণয়, ভালবাসা, দম্পতি-প্রণয়,
পতির বিচ্ছেদজ্বালা ছুরিকার প্রায়—
একে একে সব মনে হইল উদয়,
ঝরিল একটী অশ্রু না জানি কোথায়।

৬৫

কেন যে ঝরিল অশ্রু বলিতে না পারি,
কে বলিবে সুখ দুঃখ যুগল মিলনে
কি ভাব উদয় হলো দুঃখিনীর মনে ?
কে ভুগেছে বিনে এই অভাগিনী নারী ?
অবসন্ন হলো দেহ চিন্তার দাহনে,
আবেশে মুদিল সিক্ত নয়নযুগল,
আইলেন স্বপ্নদেবী হৃদয় সদনে,
অমনি স্মৃতির দ্বারে পড়িল অর্গল।

৬৬

অপূর্ব্ব স্বপন সখি ! দেখিনু তখন,
দেখিলাম এসেছেন প্রাণেশ আমার,
সখি ! সেই শান্তমূর্ত্তি মোহিনী আকার,
হয়েছে কঙ্কালশেষ বিকটদর্শন।

সাহসে দক্ষিণ কর, কাতর নয়নে
প্রসারিনু প্রিয়সখি! প্রাণেশ আমার,
দিলেন ছুরিকা করে নিদারুণ মনে,
দুঃখিনীর প্রণয়ের শেষ পুরস্কার।

৬৭

কম্পিত হৃদয়ে সখি! খুলিনু নয়ন,
দেখিনু জলদাবৃত পূর্ণ শশধর।
শূন্যাসনে বসি মাতা, তিমির-ভিতর
সজল নয়ন তাঁর মলিন বদন—
কহিলেন "বাছা! তোর এতেক যন্ত্রণা,
না পারি সহিতে আমি এলেম হেথায়,
আয় বাছা আয় ছাড় প্রণয় বাসনা"।
যাইতে চাহিনু, তুমি ধরিলে আমায়।

৬৮

আজিও জননী মম বসিয়া বিমানে
ওই দেখ ডাকিছেন, আদরে আমায়।
মূহূর্ত্তেক ক্ষম ওমা দুঃখিনী কন্যায়,
বারেক নিরখি এই, দুঃখিনীর পানে।
যাই সখি! যাই তবে ডাকিছেন মায়,
কেঁদো না আমার লাগি, মোর মাথা খাও,

গ্রাসিছে জীবন-শশী, কাল রাহুপ্রায়,
একটী সঙ্গীত সখি ! এই বেলা গাও।

(চক্ষু মুদিয়া)

৬৯

কোথায় অনাথনাথ ! পতিতপাবন !
দুঃখিনী অবলা বালা ডাকিছে তোমায়,
তুমি বিনা দুঃখিনীর নাহিক সহায়,
এস নাথ ! পাতিয়াছি হৃদয় আসন।
না জানি কি পাপে সহি এতেক যন্ত্রণা,
না জানি কি পাপে আজি ডুবিব আবার,
কিন্তু আজীবন মম ও পদবাসনা,
ও পদে যাইব নাথ ! বাসনা আমার।

৭০

কোথায় প্রাণের পতি জীবনজীবন,
উদ্দেশে তোমার মুখ করিনু চুম্বন ;
স্বপনে ছুরিকা নাথ ! করেছ অর্পণ,
কাটিলাম ছুরিকায় জীবনবন্ধন।
শাণিত ছুরিকা দিয়া সুন্দর গ্রাবায়,
ছিন্ন স্বর্ণলতা আহা ! হইল পতন
নিঃসৃত শোণিতস্রোত, পড়িয়া শিখায়,
গৃহদীপ, প্রাণদীপ নিবিল তখন।

কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি।

১

আসিয়াছি দেশান্তরে ছাড়িয়া তোমায়,
তথাপিও পুড়িতেছে এ পোড়া পরাণ।
কাঁদিছে নয়ন, কিন্তু নয়নধারায়
মনের অনল মম হয় না নির্ব্বাণ।

২

তুলিব না এ কমল ছিল যদি মনে ;
প্রেমসরোবরে কেন দিলাম সাঁতার ?
কেন সহি এত জ্বালা বিরহদংশনে ?
কেন ছিঁড়িলাম আহা ! মৃণাল তাহার ?

৩

কে জানে চঞ্চল এত মানুষের মন !
দেখিতে দেখিতে হয় পরেতে মগন,
নাহি মানে পাত্রাপাত্র অবস্থা কেমন,
ফুলমালা-ভ্রমে করে ভুজঙ্গ গ্রহণ।

৪

কে জানে মানস-বৃত্তি এত দুর্নিবার,
বুঝাইলে তবু নাহি বুঝে পাপ মন ?

গোপনে, অজ্ঞাত, দুষ্ট করে অত্যাচার,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করে আচরণ।

৫

ইচ্ছা হয় গত কথা হই বিস্মরণ,
দিয়ে অনুতাপানলে বিগত বাসনা।
তবু স্মৃতি চিত্রপটে চিত্রিছে এখন,
যেই দৃষ্টি অনিবার বাড়ায় যন্ত্রণা।

৬

এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে,
দীন ভাবে, ম্লান মুখে, বসিয়া দুঃখিনী,
ভাবিতেছে এ সংসারে কার ভাবে বাঁচে,
নীরবে বিরলে বসি, কাঁদে অনাথিনী।

৭

অশ্রুজলে ছল ছল নয়নের তারা,
অকালে শিশিরে কেন সিক্ত কমলিনী?
নীলোৎপল হতে ঝরে মুকুতার ধারা,
কাহার লাগিয়া আহা! দিবস-যামিনী।

৮

মলিন বদন আহা! মলিন বসন,
মলিন রূপের আভা মলিন বরণ,

চন্দ্রমুখ হইয়াছে কালীয় বরণ,
এতই নিষ্ঠুর কি হে বিধাতার মন !

৯

দেবের দুর্লভ এই কুসুম রতন,
মুনির মানস টলে ধরিতে গলায়,
দিন দিন বিমলিন শুকায় এখন,
পশেছে অন্তরে কীট কে রাখে ইহায় ?

১০

অরণ্য-কুসুম-প্রায় ফুটিয়া কুস্থলে,
সৌরভে পূরেছে দেশ ; যৌবনের ভরে,
নাহি অলি আর কেবা বিরাজিবে দলে,
অলি বিনা কমলের কে আদর করে ?

১১

নিশ্বাস মনের ভাব করিছে প্রকাশ,
কি ভাব সে দুঃখী বিনা কে বলিতে পারে ?
বহিছে সঘনে যেন নিদাঘবাতাস,
পুড়িয়া বাঁধুলীদল ; ধিক বিধাতারে।

১২

নিরাশার কাল মূর্ত্তি স্থাপিয়া অন্তরে,
অশ্রুজলে প্রক্ষালিছে তাহার চরণ,

সংসারের সুখ যত প্রদানে দু করে,
অবশেষে দিবে বুঝি আহুতি জীবন।

১৩

মুকুতা-যৌবন-হার দিয়ে তার গলে,
বলিতেছে এস নাথ! এস প্রাণপতি,
নিশ্চয় জীবন যদি যাইবে বিফলে,
তোমাকেই এই বেলা দিব প্রেমারতি।

১৪

দেশাচার রাক্ষসীর বিকট দর্শন,
দেখিয়া ভয়েতে কভু কহিছে কাঁদিয়া,
"নাহি কি সুহৃদ হেন এ তিন ভুবন,
বাঁচাইতে অভাগীরে রাক্ষসী নাশিয়া।"

১৫

এখনও দেখি যেন কাতর নয়নে;
দুঃখিনী চাহিয়া আছে এ দুঃখীর পানে,
কথা নাহি মুখে, কিন্তু যুগল নয়নে
বলিছে, লজ্জায় যাহা আসে না বয়ানে।

১৬

নিষ্ঠুর আমায় প্রিয়ে! ভেবো নাকো মনে,
ভেবেছ কি দেখি তব সজল নয়ন,

কাঁদি নাহি বিরলেতে ভাবি মনে মনে,
এমত পাষাণ নহে পুরুষের মন।

১৭

তব চারু চন্দ্রানন দেখেছি যে দিন,
সেই দিন হতে মন আপনার নয়,
অন্তরের ভাব যত হয়েছে নবীন,
নবীন ভাবেতে দেখি ধরাতলময়।

১৮

কি নিশীথে, কি দিবসে, আলোকে আঁধারে,
তব প্রেমময়ী মূর্ত্তি করি দরশন,
সদা দেখি ভাসিতেছে নয়ন আসারে,
শশিমুখে হাসি তব দেখি না কখন।

১৯

বাম করে বাম গণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিতেছে এক মনে অবনত মুখ,
অশ্রুপাতে করিতেছ ধরা বিদারণ,
পশিবে তাহাতে বুঝি নিবারিতে দুখ।

২০

অমনি কাতর ভাবে মুদি দু নয়ন,
মনে করি, হবে তাতে অন্তর অন্তর,

না বুঝি মনের তবু প্রবৃত্তি কেমন,
সেই চিত্র স্মৃতিপটে দেখায় সত্বর।

২১

সরে না বচন আহা! কি বলিব আর?
কবি নহি মনোভাব চিত্রিব কথায়;
নাহি সাধ্য খুলি এই হৃদয়ের দ্বার,
দেখাই কেমনে তুমি বিরাজ তথায়।

২২

ভুলেছি কি সেই বাণী শ্রবণমোহিনী,
বহিত মলয় যায় অনুরাগভরে,
তুচ্ছ করি কোকিলের সুমধুর ধ্বনি?
হইত যাহার লয়, এ মুগ্ধ অন্তরে?

২৩

এখনও বোধ হয় শুনি এ শ্রবণে,
রজতসম্ভবা ধ্বনি, অমৃত সমান,
কহিছে করুণ স্বরে, গলিত বচনে,—
"হে নির্দ্দয় এতই কি হৃদয় পাষাণ"।

২৪

নহি আমি অভাগিনি! নির্দ্দয়হৃদয়,
পাষাণহৃদয় যদি জেনেছ আমায়,

গলিয়াছে সে হৃদয়, দেখ এ সময়,
তব মূর্ত্তি রহিয়াছে অঙ্কিত তথায়।

২৫

দ্রবিয়া পাষাণ দেখ, নয়নের পথে,
ঝরিতেছে অনিবার যুগল ধারায়,
জলে যদি তব জ্বালা নিবে কোন মতে,
এস তবে, দিব প্রাণ বাঁচাতে তোমায়।

২৬

নিরাশ্রয় অবলার জীবনের তরী,
পড়ে দেশাচার ঝড়ে নিরাশা-সাগরে,
বিনা কর্ণধার আহা! বাঁচিবে কি করি,
নিশ্চয় ডুবিবে পূর্ণ-যৌবনের ভরে।

২৭

ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ঝাঁপ দিতে জলে,
বাঁচাইতে প্রাণপণে করিয়া যতন,
কিন্তু মিথ্যা এই ঝড়ে পড়িলে অতলে
কার্য্যসিদ্ধ না হইবে যাইবে জীবন।

২৮

হা নাথ! তবে কি বালা দুঃখপারাবারে,
অসহায় অনাথিনী হইবে মগন?

হেন সাধু নাহি কি যে নিস্তারে ইহারে ?
নয়নের শত ধারা করে বিমোচন ?

২৯

আর কত দিন আহা ! আর্য্য-সুতগণ,
ভুলিয়া থাকিবে পাপ-মোহের ছলনে ?
কত দিন দেশাচার দুর্লঙ্ঘ্য বন্ধন,
পবিত্র মানিয়া তাঁরা রাখিবে যতনে ?

৩০

ইচ্ছা করে একেবারে জ্ঞান অসি ধরি,
দাসত্ব-শৃঙ্খল একা করি বিমোচন,
কিন্তু আমি অসহায় তাহে শত অরি,
একেশ্বর কে কোথায় জিনিয়াছে রণ ?

৩১

তবে কি হইবে আর, নিশীথ সময়,
ভাসায়ে নয়নজলে কপোল, হৃদয়,
কি কায করিয়া মন পরদুঃখময় ?
কার্য্যে যাহা পরিণত হইবার নয় ?

৩২

তবে অয়ি অনাথিনি ! সতৃষ্ণ নয়নে,
কৃতঘ্নের পানে মিছে চাহিও না আর,

পরস্পর রাখিও না রাখিব না মনে,
হবে না আমার তুমি, হব না তোমার।

৩৩

প্রদোষ সময়ে তুমি দেখিবে না আর,
দাঁড়াইতে সেতুপাশে চিন্তিত অন্তরে,
নিশ্বাসে অনলকণা করিতে বিস্তার,
নিরখিতে তব মূর্ত্তি জলের উপরে।

৩৪

বাড়াইতে নদীস্রোত নয়নধারায়,
দেখিবে না শুনিবে না, কহিতে ধাতারে,
"দীননাথ! পতিহীনা, দীনা, নিরুপায়,
বারেক করুণা নেত্রে দেখ অবলারে"।

৩৫

কিম্বা তরুতলে স্থির পুত্তলিকাপ্রায়,
নবীন তপস্বী তব দেখিবে না আর,
কহিতে মনের ভাব জীবনসখায়,
অথবা ভাবিতে—"কিবা বিধি বিধাতার!"

৩৬

কিম্বা বসি তব পাশে তাপিত হৃদয়ে,
লিখিতে মনের ভাব, দেখিবে না আর;

চাহিতে তোমার পানে সময়ে সময়ে,
ভাসিতে নয়নজলে, দেখিবে না আর।

৩৭

কিন্তু মিছে ভূত ভাব করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন,
যা দেখেছ, যা শুনেছ হও বিস্মরণ,
ফুরাইল, জবনিকা এখানে পতন।

৩৮

যাই এবে—
বিধাতার বিড়ম্বনে মিলিনু দুজনে,
বিধাতার বিড়ম্বনে বিচ্ছেদ আবার,
কাঁদাইতে অজানিত বন্ধু দুই জনে,
নিদারুণ বিধি বিনে এ কুবিধি কার।

৩৯

কেঁদেছি কাঁদিব আহা! যাবত জীবন,
তব কথা যখনই হইবে স্মরণ,
কিন্তু তুমি দেখিবে না আর সে রোদন,
সে অশ্রুতে তব অশ্রু হবে না পতন।

৪০

স্বপনেও জানি নাই দৈবাত মিলনে,
ফুটিবে কণ্টক তব কোমল হৃদয়ে,

ফুটে থাকে যদি, তবে সকরুণ মনে,
ক্ষমিও, ক্ষমিব নিজে পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়ে।

৪১

জানি আমি অয়ি মুগ্ধে! দুরাশার লতা,
কুক্ষণে মানসক্ষেত্রে করেছ রোপণ,
বিষময় ফল তাহে ফলিবে সর্ব্বথা,
জীবনের সুখ যত হবে বিসর্জ্জন।

৪২

দোষী আমি; প্রায়শ্চিত্ত করিব স্বীকার,
একাকী যুঝিব আমি ত্যজিব না রণ,
যদবধি হইবে না হত দেশাচার,
ভাসিব নয়ন জলে উষার মতন।

৪৩

যাই তবে—কিন্তু আহা! রহ এক পল,
দেখিব বারেক ম্লান বদন তোমার,
দেখিব শিশিরসিক্ত বিকচ কমল,
বারেক দেখিয়া পুনঃ দেখিব না আর।

৪৪

যাও তুমি হে সুভগে! হৃদয় ছাড়িয়া,
অভাগার এ যাতনা বাড়ায়ো না আর,

জন্মেছ কাঁদিতে তুমি মরিবে কাঁদিয়া
আমা হতে শশিমুখি! হবে না উদ্ধার।

৪৫

আলো স্মৃতি! আর কেন, নয়ন-আসারে,
প্রেমের সুবর্ণ রঙে চিত্রেছ যে ছবি
অতল বিস্মৃতি-জলে ডুবাও তাহারে,
দেখিব না আর তারে সাক্ষী শশী রবি।

৪৬

আর কেন অনুতাপ গৃধিনীর প্রায়,
খাইছে অন্তর মম মানে না বারণ,
কিসে নাথ! পাপিষ্ঠের এ জ্বালা যুড়ায়?
"যুড়াইবে যদি তুমি হও বিস্মরণ"।

—

চট্টগ্রামের সৌভাগ্য।

("কনভোকেশন" দর্শনানন্তর)

১

উঠ উঠ জন্ম ভূমি! উঠ এক বার,
বসি অবনত মুখে, মজিয়া মনের দুখে
বিরস বদনে মাতা কেঁদো না কো আর।
কি দুঃখে কাঁদিছ এত বল না আমায়,
তব মুখ দেখি, বুক বিদরিয়া যায়।

২

বিগলিত অশ্রুধারা কর সম্বরণ,
মাথা তোল জন্ম ভূমি, বল মা! আমায় তুমি
এমন মলিন বেশ কিসের কারণ?
মা! তোমার অশ্রুবারি ঝরি অনিবার,
বহিতেছে "কর্ণফুলী" স্রোত দুর্নিবার।

৩

সৌভাগ্যের সিংহাসনে প্রফুল্ল বদনে,
সহোদরা ভগ্নীগণ, বিরাজিছে অনুক্ষণ,
নিরখিয়া ব্যথা কি গো জনমিল মনে?
রমণী-সুলভ ঈর্ষ্যা প্রচণ্ড তপন,
তাহাতে কি মা! তোমার দহিছে জীবন?

৪

কিম্বা হেরি সভ্যতার বিমল কিরণে,
হাসিতেছে ভগ্নীগণে, যেমন কুমুদ বনে,
হাসে ফুল্ল কুমুদিনী কৌমুদী-মিলনে,
পর্ব্বত বাঁধিয়া বুকে হইলে মগন,
বঙ্গ পারাবারে কি গো ত্যজিতে জীবন ?

৫

উঠ মাতঃ ! চেয়ে দেখ মেলিয়া নয়ন,
সৌভাগ্যের দিনমণি, চেয়ে দেখ মা জননি !
উজ্জ্বল করেছে তব শ্যামল বরণ।
ওই দেখ গিরিশৃঙ্গ নয়ন-রঞ্জন,
কনককিরীটে মরি ! শোভিছে কেমন।

৬

প্রখর কিরণরাশি করিতে দর্শন,
তেজে যদি বরাননে ! ধাঁধা লাগে দু নয়নে,
প্রতিবিম্ব সাগরেতে কর বিলোকন ;
কি দুঃখে পর্ব্বত বুকে কাঁদিছ জননি,
পোহাইল দেখ তব বিষাদ-রজনী।

৭

এত দিনে আশা তব হল ফলবতী,
ভয়ানক সংস্কার, হইবেক ছারখার,

অজ্ঞান-তিমির নাহি পাইবে বসতি,
ধর্ম্মের আলোকে আলো হইবেক দেশ,
অন্তরে বাহিরে হবে সুখের আবেশ।

৮

জননি! সমস্ত বঙ্গে, তব যশঃধ্বনি
হইতেছে প্রতিমুখে, তুমি কেন মনোদুখে,
কাঁদিতেছ একাকিনী দিবসরজনী।
জনরবে শত মুখে তব গুণ কয়,
বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষে মা! তোমার জয়।

৯

কুসুমমুকুট যাহা রচিয়া যতনে
বিশ্ববিদ্যালয়-দেবী, ভারতীচরণ সেবি,
অর্পিবেন এইবার শ্বেত বরাননে;
সর্ব্বোপরে তাহে দেখ শোভে নিরমল,
মা! তোমার প্রিয়তম "প্রসূন যুগল"। *

১০

যেমতি অদৃশ্য লক্ষ্য বিঁধি পার্থ বীর,
লভিয়া দ্রৌপদী সতী, আনন্দেতে মহামতি,

---

* এই খানে বলিয়া রাখিতেছি শ্রীযুত অখিলচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের প্রথম এম, এ, বি, এল, এবং জগদ্বন্ধু দত্ত আর চন্দ্রকুমার রায় এই ১৮৬৮ সালের বি, এ, পরীক্ষাতে প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছিলেন।

ভেটিলেন পঞ্চ জন চরণ কুন্তীর ;
তেমতি কুমারত্রয় লক্ষ্য সিদ্ধি করি,
আসিছেন সঙ্গে লয়ে কীর্ত্তি সহচরী।

১১

এস দাদা !—মা ! তোমার প্রাণের অখিল
আসিছেন দেখ চেয়ে, উন্নতির ধ্বজা লয়ে
যশের সৌরভ তাঁর বহিছে অনিল,
কোলে তুলে লও তব প্রাণের কুমার,
যোড়করে মাগ মাতা শ্রীবৃদ্ধ তাঁহার।

১২

ভগীরথ ভাগীরথী এনে ধরাতলে,
উদ্ধারিল পিতৃগণে, জাহ্নবীর পরশনে,
তেমতি এ পুত্রে তব তনয়বৎসলে !
বিদ্যার বিমল-স্রোত এনেছেন যবে,
অজ্ঞান-পঙ্কিল দেহ তব নাহি রবে।

১৩

জান না কি অয়ি মাত ! তব এ কুমার
সাহসে করিয়া ভর, লঙ্ঘি বঙ্গ-রত্নাকর,
উন্নতির সূত্রপাত করেন তোমার ?
ছায়ারূপে তাঁর সঙ্গে যশের বসতি,
কপালে কমলা তাঁর কণ্ঠে সরস্বতী।

১৪

এস দাদা! প্রীতি সহ নমে দীন জন,
এস এ দেশের তারা, তোমার আশ্রিত যারা
সম্ভাষ সকলে করি স্নেহ বিতরণ,
হৃদয়ে দয়ার উৎস করিয়া স্থাপন,
দীনের দীনতা-তাপ কর বিমোচন।

১৫

নাশিয়া তিমিররাশি অরুণ যেমন,
প্রকাশিলে পথ, রবি ধরিয়া ভীষণ ছবি,
আসেন আলোকে পূর্ণ করিতে ভুবন।
তেমতি এ পুত্রে হলো তোমার মোচন,
পশ্চাতে আসিছে দেখ, যুগল তপন।

১৬

আইস জগতবন্ধু দেশের গৌরব,
এস চন্দ্র প্রিয় ভাই, আনন্দের সীমা নাই,
দুঃখিনী মায়ের তোরা অমূল্য বিভব।
দশ দিক উজ্বলিয়া এস ভ্রাতৃগণ,
নিরখিয়া যুড়াউক মায়ের জীবন।

১৭

নেত্র যদি থাকে তবে দেখ মা! খুলিয়া,
যেই দুই জ্যোতিষ্মান, হৃদয়ে বিরাজমান,

প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে আছে নিরখিয়া,
মা তোমার পানে, আহা! দেখ এক বার,
শত শত দুঃখ মাতা ঘুচিবে তোমার।

১৮

ওই শুন! অতিক্রমি বঙ্গ পারাবার,
তাহাদের যশঃধ্বনি, আসিছে গো মা জননি!
শুনিয়া পবিত্র হবে শ্রবণ তোমার;
অনন্ত সাগর গায় তাহাদের জয়,
কিবা গিরি, কি গহ্বর প্রতিধ্বনিময়।

১৯

এস এস ভ্রাতৃগণ! প্রসারিয়া কর,
তোদের দুঃখিনী মায়, রয়েছে চাতক প্রায়,
তোদের করিয়া কোলে যুড়াতে অন্তর।
শৈশব সুহৃদ আমি করহ গ্রহণ
অভাগার প্রীতিপূর্ণ স্নেহসম্ভাষণ।

২০

ভ্রাতৃগণ! আজি অতি সুখের সময়,
মনে বড় সাধ আছে বসি তোমাদের কাছে,
গুটি কত মনকথা খুলিয়া হৃদয়,
শুনাইব, রেখো মনে যদি মনে লয়,
বিমল আনন্দ-রসে ভিজেছে হৃদয়।

২১

কথা এই——

ঈশ্বরের কৃপাবলে সহোদরগণ !
পূরিয়াছে মনোরথ, পরিষ্কার আশাপথ,
জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ মনের নয়ন,
এ সময়ে এক বার কর নিরীক্ষণ,
জন্মভূমি দুঃখিনীর অবস্থা কেমন।

২২

এই দেখ এই খানে শত ভগ্নীগণ,
বিরহ-বিধুর কায়, শুষ্ক স্বর্ণলতা প্রায়,
পতিহীনা, অতি দীনা, করিছে রোদন।
দেখি তাহাদের অশ্রু শুনি হাহাকার,
পাষাণ হৃদয় কার না হয় বিদার।

২৩

শত শত নবজাত কোমল কুমার,
বিধবা জননীগণ, পাষাণে বাঁধিয়া মন,
লোক অপবাদকুণ্ডে করি পরিহার
দয়া, ধর্ম্ম, মাতৃস্নেহ—নিষ্ঠুর এমন,
অনায়াসে বাছাদের বধিছে জীবন !

২৪

আবার এ দিকে দেখ কুলনারীগণ
অজ্ঞান-তামসকূপে, নৃশংস পশুর রূপে,
ডুবিয়া অবলা আহা! যাবত জীবন,
কামিনী-কোমল-কর অমৃত-সদন,
সে করে করেছে স্বীয় স্বামীর নিধন।

২৫

কুৎসিত উদ্বাহ-দোষে শতেক যুবতী,
মুকুতাযৌবনধন, করিয়াছে সমর্পণ,
অযোগ্য পাত্রের করে নিষ্ঠুর নিয়তি,
পবিত্র উদ্বাহসূত্র হয়েছে এখন,
অর্থগ্রাহিপিতৃদোষে বিষের বন্ধন।

২৬

বিষময়ী সুরা সখে! কি বলিব হায়!
ভীষণ প্রবাহ প্রায়, দিন দিন বেড়ে যায়,
বিদারিয়া জন্ম ভূমি বিস্তারিয়া কায়।
তটস্থ শৈলের ন্যায় কত পরিবার,
সবান্ধবে পড়ে তাহে হলো ছারখার।

২৭

ভয়ানক তান্ত্রিকতা! তুই পাপিয়সী,
কাল জলধর প্রায়, প্রসারিয়া ভীম কায়,

আবরিবি কত কাল সত্য ধর্ম্মশশী ?
যত দিন এ রাক্ষসী না হবে নিধন,
কার সাধ্য সুরা-স্রোত করে নিবারণ।

২৮

দরিদ্রতা দাবানল ভীম-দরশন—
এ পাপ অনলে জ্বলি, জননীর আশাকলি,
শুকাইল কত শত, দেখ ভ্রাতৃগণ ;
অর্থ-অপ্রতুলে কত দীন বাছাধন,
অজ্ঞান-আঁধারে বসি কাটিছে জীবন।

২৯

ভ্রাতৃগণ ! ইহাদের কি হবে উপায়,
কেমনে অভাগাগণ, বিদ্যার বিনোদ বন,
অবস্থা-শৃঙ্খল-ছিঁড়ি প্রবেশিবে হায় !
দয়ার দক্ষিণ হস্ত করিয়া বিস্তার,
তোমাদের সঙ্গে কর তাদের উদ্ধার।

৩০

বিধবার অশ্রুধারা কর বিমোচন,
ধর্ম্মবলে তিন জন, করিয়া ভীষণ রণ,
দেশাচার রাক্ষসীর বধিলে জীবন,
কামিনীহৃদয় হবে, জ্ঞানে আলোকিত,
সত্যের জ্যোতিতে হবে দেশ পুলকিত।

৩১

ঈশ্বরের পুত্র তোরা কারে তবে ডর,
সাজ সাজ ভ্রাতৃগণ! কর কর কর রণ,
উঠুক সত্যের ধ্বজা গগণ উপর।
এ হেন সংগ্রামে যদি হারাও জীবন,
পূর্ণ আলোকেতে সুখে! পশিবে তখন।

৩২

কি ভয় কি ভয় তবে কি ভয় মানবে,
কি ভয় হারাতে প্রাণ, স্বদেশের পরিত্রাণ,
থাকে যদি পুরস্কার? কি কায বিভবে?
কি কায সংসারে, যশে? ত্যজিব সকল,
কি ভয় নশ্বরে? আমি ঈশ্বরে সবল।

৩৩

আহা!——

কল্পনার শৃঙ্গোপরি বসিয়া এখানে,
অকস্মাৎ মনে লয়, অভিনব শোভাময়,
দেখিতেছি জন্মভূমি; বিবিধ বিধানে
সাজিয়াছে গিরিচয়, এ আর কেমন,
এমন অপূর্ব্ব শোভা দেখিনি কখন।

৩৪

বিধবার দেখিতেছি প্রফুল্ল বদন,
কামিনী বিদ্যায় রত, দরিদ্র-সন্তান যত,
পরেছে গলায় বিদ্যা অমূল্য-রতন।
শিহরে শরীর মম হয়ে পুলকিত,
সুদূর সমাজে শুনি ব্রহ্মের সঙ্গীত।

৩৫

ভুলিয়াছি আমি কি হে মায়ার স্বপনে,
অথবা ভবিতব্যতা, দূর ভবিষ্যত কথা,
কি হইবে, কি না হবে বলিব কেমনে?
নহে কিছু অসম্ভব ফলিবে স্বপন,
বিশ্ববিদ্যালয়-বৃক্ষে ফলেছে যেমন।

কোন এক স্বদেশগমনে ভগ্নাশ বিদেশীর উক্তি।

পদ্য।

পোহাইল বিভাবরী ; প্রকৃতি সুন্দরী
ধরেছেন কিবা বেশ, চিত্তমুগ্ধকরী।
পুলকে বিহঙ্গকুল বসিয়া কুলায়,
সঙ্গীত সুধায় মরি ! জগৎ জাগায়।
ভাসিছেন বসুন্ধরা আনন্দ-সাগরে,
কেবল অভাগা কেন বিষণ্ণ অন্তরে ?
নিশিশেষে কেন এত বাড়িল যাতনা ?
কেন বহে অশ্রুধারা বল না কল্পনা ?
বৎসরেক যে বাসনা জাগিত অন্তরে,
কাঁদিতাম, হাসিতাম যাহা মনে করে,
সে আশা-কুসুমকলি শুকায়ে এবার,
ঝরিল দীনতা-তাপে কে রাখিবে আর ?
কি সে আশা, কি বাসনা বলিব কাহারে ?
অভাগার মত দুঃখী কে আছে সংসারে ?
জননীবিরহে যার দহিছে হৃদয়,
জন্ম ভূমি ! নিদারুণ পাপিষ্ঠ নির্দ্দয়,

যদি কেহ থাকে আহা ! আমার মতন,
সে বুঝিবে অভাগার যন্ত্রণা কেমন।
আশা ছিল অয়ি মাতঃ ! বৎসর অন্তরে,
প্রতিবিম্ব নিরখিব দুর্লঙ্ঘ্য সাগরে ;
মোহন শ্যামল মূর্ত্তি নয়নরঞ্জন,
নিরখিয়া যুড়াইব তাপিত জীবন।
বসি তব প্রেমক্রোড়ে ধরিয়া গলায়,
কাতর করুণ স্বরে বলিব তোমায়
দুঃখের কাহিনী যত ; নয়ন-আসারে
চিত্র করি দেখাইব সকলি তোমারে
খুলিয়া হৃদয় এই দুঃখের সদন,
দেখাব ভাগ্যের অস্ত্রে অঙ্কিত কেমন।
সাধ ছিল, আশাফুল ফুটিবে যখন,
তব রাঙা পায়ে সব করিব বর্ষণ ;
সৌভাগ্যের মৃদুতর কিরণ বিহনে,
শুকায়েছে সব আহা ! বাঁচিবে কেমনে ?
বিঁধিছে হৃদয় এবে কণ্টকের প্রায়,
দ্বিগুণ বাড়িছে দুঃখ তাদের জ্বালায়।
স্মৃতিপটে যেই সব প্রতিমা সুন্দর—
ভেবেছিনু একবার যুড়াব অন্তর,

নিরখিয়া সেই সব নয়নের কাছে;
এত দুঃখ সহে তারা বেঁচে কি মা কাছে?
বল না জননি! তুমি বল না আমায়?
কেমনে মা অভাগিনী দিবস কাটায়?
সুকুমার শিশুগণ স্বর্ণলতাপ্রায়,
বেঁচে আছে এত দিন কাহার ছায়ায়?
কুসুমযৌবনা ধনী বল না কেমনে
কাঁদিতেছে একাকিনী পতির বিহনে?
কেমনে মলিন বেশে রন্ধনশালায়,
নিশ্বাসে অনলতাপ দ্বিগুণ বাড়ায়?
বিরহ-উত্তপ্ত অশ্রু ঝরি অনিবার,
শুকায়েছে বুঝি যুগ্ম কপোল তাহার?
নিরাশা-ভুজঙ্গ তার পশিয়া অন্তরে,
খাইছে হৃদয় বালা বাঁচিবে কি করে?
আঁধার আলয়ে বসি দীনা হীনা বেশে,
সেও কি আমার মত কাঁদে নিশিশেষে?
যে একটি তারা ছিল হৃদয় আকাশে,
বিপদে আচ্ছন্ন দেখি মরিছে হুতাশে।
সহজে অবলাজাতি কোমলহৃদয়,
এত জ্বালা, কিসে বালা, অনিবার সয়?

এত নিদারুণ কি হে বিধাতার মন ?
কোমল কলিকা করে অনলে দাহন ?
অয়ি স্মৃতি ! আর কেন ? মুদ হু নয়ন,
হৃদয় ! এখানে তুমি হও বিদারণ।

আর কেন—
জীবনের সব সাধ ঘুচেছে আমার,
কালি যেন নাহি দেখি দিবস আবার।

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসুম-যৌবনে,
ফুটিয়াছে যেই ফুল সাধছিল মনে,
নিরখিয়া যুড়াইব তৃষিত নয়ন ;
দেখিয়াছি কিন্তু আশা হলো না পূরণ।
নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ,
সৃজিলেন তব সেই চারু চন্দ্রানন ;
নয়ন ভরিয়া যত করি নিরীক্ষণ,
ইচ্ছা হয় আর বার করি দরশন।
কিন্তু মিছে আশা হায় ! সরলে তোমার,
দেখিব কি প্রেমফুল্ল বদন আবার ?
আবার কি আশামত্ত নয়ন যুগল,
নিরখিবে প্রিয়ে ! তব নেত্রনীলোৎপল ?

অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন,
স্মিতিবিকসিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ ;
প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর,
মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার ?
বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
নিবিবে কি দুঃখানল, যুড়াবে জীবন ?
এই রূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন,
ফুটিবে নিশীথে, হবে দিবসে নিধন।
সে সকল সুখ আহা! কপালে আমার,
ফলিবে না এই জন্মে ; তবে কেন আর,
চিত্র করি এই চিত্র, ভাসি অশ্রুজলে,
মজিয়া মনের দুঃখে বসিয়া বিরলে ?
কেন স্মৃতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে,
চিত্র করি তারে, যারে দেখে আচম্বিতে
ভুলিয়াছ এত দিনে ; বল না কেমন
তুমি কিলো অভাগারে ভুলনি এখন ?
মম দীন হীন মূর্ত্তি ভাসে কিলো আর
তব চিত্ত-সরোবরে বল এক বার ?
সুখের সাগরে প্রিয়ে! ডুবিয়া কখন
দেখ কি হে বিদেশীয় বন্ধু এক জন!

দেখ কি না দেখ কিন্তু আমি অনিবার,
নিরখি সরলে ! তব মোহিনী আকার।
সুনীল উজ্জ্বল দুই নয়ন তোমার,
মানস-সরসে মম দিতেছে সাঁতার ;
কোমল কাঞ্চনকান্তি, রূপের কিরণ
হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগণ।
মুকুতার হারে গাঁথা অধর যুগল,
সুন্দর গোলাপি রসে করে টলমল।
মধুর তরল হাসি সতত তথায়
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায়।
এখনও দেখি যেন ধরিয়া গলায়,
প্রেমভরে কত কথা কহিছ আমায়।
দুলিছে সৌন্দর্য্য তব, স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নব লতা সহকার গায় ;
কিন্তু আহা ! সে সকল করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন ?
এক দিনতরে মাত্র দেখিয়াছি যারে
খুলিয়া হৃদয়দ্বার, কি ফল তাহারে,
শুনাইয়া অভাগার মনের বেদন,
সে আমার দুঃখে দুঃখী হবে কি কখন ?

যাই প্রিয়ে! যত দিন থাকিবে জীবন,
প্রণয়-কমলাসনে করিয়া স্থাপন,
রাখিব তোমারে সখি! হৃদয়ে আমার,
দুঃখী আমি আর কিবা দিব পুরস্কার?
প্রেম-বিকাশিত নেত্রে দেখেছ যখন,
হৃদয় তখন আমি করেছি অর্পণ।
মন প্রাণ অভাগার করিয়া হরণ
সুখে থাক বিধুমুখি! বিদায় এখন।
তুলিয়া কমলমুখ দেখ এক বার,
মনে রেখো, দুঃখী বলে বিদায় আবার।

প্রীতি-উপহার।

(কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে)

সংসার সংসার নহে মরুভূমি প্রায়,
যতদিন প্রেমে তার শোভা না বাড়ায় ;
এত দিন এ অরণ্যে করিয়া ভ্রমণ,
স্থানে স্থানে মরীচিকা করি দরশন,
বেড়ে ছিল তৃষ্ণা তব—সুখের কারণ—
যুড়াও পেয়েছ এবে অমৃত-সদন।
বিরহ-আঁধার-নিশি ঘুচিল এখন,
প্রেমপূর্ণ শশধর কর দরশন।
প্রণয়-কৌমুদীময় হবে চরাচর,
সকল প্রকৃতি তুমি দেখিবে সুন্দর।
মরুভূমি বলে আর হইবে না জ্ঞান
দুঃখের অনলে নাহি দহিবে পরাণ ;
আর না বলিবে কভু দুঃখের আধার
সুখের মানবজন্ম সুখের সংসার।
সকলি প্রতীত হবে নূতন নূতন
অন্তরে বাহিরে হবে সুধা বরিষণ।

যথা ছিল মরুভূমি হবে সরোবর
ফুটিবে কমল তাহে যুটিবে ভ্রমর।
গুণগুণ স্বরে অলি বলিবে তখন,
সকল সুখের মূল প্রণয়-রতন;
বিরহ-নিদাঘে আগে দহিত জীবন,
প্রণয়-বসন্ত এবে দেখিবে কেমন;
শুষ্ক তরুগণ হয়ে নবপল্লবিত,
সুন্দর শ্যামল রূপে মোহিতেছে চিত।
গাইতেছে প্রতিডালে মধু-সহচর,
কেবল প্রণয়-গীত দ্রবিয়া অন্তর।
তব শুষ্ক আশালতা দেখিবে অন্তরে,
দুলিছে মলয়ানিলে কুসুমের ভরে;
আহা! এই চারু ছবি করিয়া দর্শন
সে কি বলে এ সংসার দুঃখের সদন?
প্রাণনাথ! বলি তব হৃদয়ে যখন,
রাখিবেন প্রণয়িনী সুচন্দ্র-আনন,
নয়নে নয়নে যবে রহিবে চাহিয়া,
হানিবে কটাক্ষে যবে হাসিয়া হাসিয়া,
ক্ষণেকে আবেশে ধনী মুদিয়া নয়ন,
বিতরিবে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন,

খুলিবে হৃদয়-দ্বার, স্বর্গের অর্গল,
প্রেমভরে হবে তব অন্তর অচল,
তখন হৃদয়ে রাখি হৃদয়ের ধন,
বলিবে কি এ সংসার দুঃখের ভবন ?
সুখের জনম তব সুখের জীবন,
অনায়াসে লভিয়াছ এ নারী-রতন,
প্রলয় ঝড়ের শেষে, যদি অনায়াসে
ভূতলে নলিনী ফুটে চন্দ্রমা আকাশে,
আজন্ম জ্বলিয়া যদি জ্বলন্ত অনলে,
এমন সরসী আহা! মিলে ভাগ্যবলে,
সহিব তুমুল ঝড় বঙ্গ পারাবারে,
সমর্পিব এই দেহ জ্বলন্ত অঙ্গারে ;
ডুবিব, ডুবিয়া যদি অতল সলিলে,
ভূতলে অতুল যাহা সে রতন মিলে।
ধনি ! তুমি, সুখে থাক লয়ে এ রতন,
রতন সমান তারে করিও যতন।
আশার স্বপনে ভুলি বলো না কখন,
দুঃখের আবহ শুধু মানব-জীবন।
উদ্বাহ-বন্ধন-সূক্ষ্ম-সূত্র বিধাতার,
হউক তোমার পক্ষে কুসুমের হার,

এ বন্ধনে সুখে বাঁধা রবে চির দিন,
যুগল হৃদয় রেখো ঈশ্বর-অধীন।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

যখন নিরখি তব কোমল অধর,
বিমোহিত মন-অলি কাঁপে থর থর ;
কিন্তু তারে প্রবোধিয়ে করি নিবারণ,
কি কায সে সুখে, যাহা দুঃখের কারণ ?
যুগল কমল-কলি, প্রণয়-কিরণে,
ফুটাইতে কর-বৃন্তে সাধ হয় মনে,
কিন্তু পুন ভাবি যদি হৃদয়ে তোমার,
এ পাপ পরশে হয় দুঃখের সঞ্চার ;
এই ভয়ে মনোভাব মনেতে লুকায়
যথা ক্ষুদ্র বারিবিম্ব সাগরে মিশায়।
যবে তব তীক্ষ্ণতর কটাক্ষ বিষম,
অন্তর অন্বেষি, পরে বিঁধে এ মরম,
আশা-পুলকিত মন নাচে বা কখন,
ভয়ে ভীত করে কভু অশ্রু বিসর্জ্জন।

তথাপিও বলি নাই তোমায় কখন,
কি সুখ নিরখি তব সজল নয়ন ?
যে প্রদীপ জ্বলিতেছে অন্তরে আমার,
বলি নাই বটে আমি কত জ্বালা তার,
বলিব না মনে ছিল কি করি এখন,
পাপ কিবা প্রেম কভু থাকে না গোপন।
আমার অজ্ঞাতে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
দেখায়েছে শিখা তার, এ মন তোমার।
সে দীপ-ছায়াতে যদি তোমার মতন,
দেখে থাক কোন মূর্ত্তি হও বিস্মরণ।
যদি তুমি কোন কথা করেছ শ্রবণ,
মনে কর সে কেবল নিশার স্বপন।
স্বরগ-সমান প্রিয়ে! হৃদয় তোমার
কি কায করিয়া তারে দুঃখের আধার ?
ভাঙ্গিয়াছে আশানিদ্রা জানিয়াছি সার,
হবে না হবে না তুমি হবে না আমার।
উদ্বাহ-বন্ধনে (কিবা বিধি বিধাতার)
হবে না আমার তুমি, হব না তোমার।
তথাপিও চিরদিন প্রণয়-নিগড়ে,
বাঁধা রব দুই জন অন্তরে অন্তরে।

আর কেন ? যবনিকা এখানে পতন,
সংসারের সুখসাধে দিনু বিসর্জ্জন।
যে গুপ্ত অনল জ্বলে অন্তরে এখন,
জ্বলুক জ্বলুক দিব আহুতি জীবন।
যা আছে কপালে এবে ঘটুক আমার,
তোমাকে এ পাপ তাপে দহিবে না আর।
আমার দুঃখের স্রোত করি বিমোচন,
ভাসাব না তব শান্ত সুখের সদন।
বরঞ্চ সুখের আশা, দুঃখের জীবন,
একেবারে এই স্রোতে দিব বিসর্জ্জন।
আর কেন ? এলে সন্ধ্যা ফুটিলে বাঁধুলি,
চাহিবে না মুগ্ধ মন সুখ আশে ভুলি।
নহ দোষী, নহি দোষী, সাক্ষী মনমথ ;
এখন বিদায় হই জনমের মত।
কলঙ্কে না ডরিলাম যাহার লাগিয়া,
দেশাচার হায় তারে নিল কি কাড়িয়া ?
ছিঁড়িল বন্ধন যদি পড়িব এখন,
যথা নদীজলে উপকূলের পতন।
নিরাশ-ভুজঙ্গ এবে করুক দংশন,
সহিব অনন্ত জ্বালা যাবত জীবন ;

তবু তুমি সুখে আছ করিলে শ্রবণ,
শব দেহে সব সবে, বিদায় এখন।
কল্পনা-বিমল-জলে, প্রতিবিম্বে প্রতিপলে,
যেই তারা দেখিতাম হায়!
বিস্মৃতির অন্ধকারে, কেমনে লুকাই তারে,
অনুতাপ সহন না যায়।
নিরাশার কাল ছুরি হানিলাম বুকে,
যায় যায় যাক প্রাণ কায কি এ দুখে।

১

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়,
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন?
দুর্ব্বল মানসতরী, ছিল আশা ভর করি,
চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন,
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জ্বালায়।

২

কেন কাঁদে মন আহা! কে দিবে বলিয়া?
কে জানে এ অভাগার মনের বেদন?
অন্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,
যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া?

৩

কেন কাঁদে মন আহা! ভাবি মনে মনে,
অমনি মুদিয়া আঁখি নিরখি হৃদয়,
চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতা প্রায়,
দীনতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়,
দ্বিগুণ আগুণ জ্বলে বাঁচিব কেমনে?

৪

অমানিশা কালে যথা শোভে নীলাম্বর
খচিত-মুকুতাহারে, তারার মালায়,
তেমতি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিবার,
শোভিত শতেক আশা, নক্ষত্রের প্রায়;
আজি দেখি সকলই, হয়েছে অন্তর।

৫

বিষাদ-জলদ-রাশি, আসি আচম্বিতে,
ঢাকিয়াছে আশা যত, দেখা নাহি যায়,
দরিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর,
কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়
তারা সাজাইবে চিতা জীয়ন্তে দহিতে?

একটী চিন্তা।

এস এস প্রিয় সখি কল্পনে! আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার;
বারেক আইস প্রিয়ে! ভ্রমি তব সনে,
নিরখি প্রকৃতিমূর্ত্তি মনের নয়নে।
কিন্তু আহা! কে দেখিবে আমিও যেমন,
শোকবাস্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন।
নীরবে কাঁদিছে মন বসিয়া বিরলে,
অন্তর বাহিনী স্রোত বহে অশ্রুজলে।
কত করি বুঝাইনু মানে না বারণ,
নিজে না বুঝিলে কেবা প্রবোধিবে মন?
কে কবে বেঁধেছে মন ধৈর্য্যের শৃঙ্খলে?
বসনে কে বাঁধিয়াছে জ্বলন্ত অনলে?
তাহে স্মৃতি পাপিয়সী ধরিয়া দর্পণ,
বিগত-জীবন-চিত্র করে প্রদর্শন।
যখন আনন্দময়ী জননীর কোলে
নাচিতাম, হাসিতাম, আনন্দ হিল্লোলে।
যবে সুখে, প্রিয়তম সঙ্গিগণ লয়ে,
নেচে নেচে বেড়াতাম পুলক হৃদয়ে;

কভু তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠি প্রফুল্লিত মনে,
দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াহ্ন-পবনে,
দোলায়ে বসন্ত-লতা বহিত পবন,
মর্ম্মরিত পত্রকুল, যুড়াতো জীবন।
গাইত বিহঙ্গকুল বসিয়া আবাসে,
গাইতাম তোমা নাথ! মনের উল্লাসে,
দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
জন্মভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণ-রেখা প্রায়।
অতি দূরে আম্রবন, স্রোতস্বতী তটে।
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে।
যবে রবি শোভিতেন ভূধরকুন্তলে,
কিম্বা যবে শশধর আকাশমণ্ডলে
হাসিতেন, হাসিতাম বসি নদীকূলে,
শিক্ষকের যত জ্বালা যাইতাম ভুলে।
নৈশ আকাশের মূর্ত্তি অমল সলিলে,
দেখিতাম কাঁপিতেছে মলয় অনিলে।
কত শত পূর্ণ শশী এলো-থেলো হয়ে,
বিরাজিত সুনীলাম্বু-সরিত-হৃদয়ে!
কল্লোলিত যবে নীল তরঙ্গিণীচয়,
নীরবে থাকিত কি হে এ পোড়া হৃদয়?

তা নয়, খুলিয়া আহা ! হৃদয়ের দ্বার,
দুই ধারে বিগলিত অশ্রু দুই ধার,
গাইতাম তোমা নাথ ! মনের হরষে,
স্মরিলে, এখনো মন গলে ভক্তিরসে।
হা নাথ ! সে দিন মম ফিরিবে কি আর ?
বসিবে কি নদীকূলে অভাগা আবার ?
এবে কাঁদিতেছি বসে দুঃখনদীকূলে,
সে সকল সুখ আমি গিয়াছি হে ভুলে।
সে সকল সঙ্গী নাই নিকটে আমার ;
আসিবে কি তারা কভু নিকটে আবার ?
কেন বা আসিবে ? আহা ! কে আসে এখন
অভাগার দীন ভাব করিয়া স্মরণ ?
যত দিন ধরে তরু ছায়া সুশোভিত,
কে না হয় ছায়া আশে তাহার আশ্রিত,
নিদাঘ অনলে তারে পোড়ায় যখন,
ছায়া আশে, তার কাছে, কে করে গমন ?
ভগ্ন উপকূল যবে হয় নিগমন,
কে যায় বল না তারে ধরিতে তখন ?
নাহি মম সৌভাগ্যের ছায়াপরিসর।
শমিপ্রায় হৃদে অগ্নি জ্বলে নিরন্তর।

নাহি সেই দিন মম, নাহি ধন জন,
কে আমারে বন্ধু বলে ডাকিবে এখন ?
হৃদয়ের বন্ধু যারা ছিলেন আমার,
আমার হৃদয়াকাশ করিয়া আঁধার,
অস্তপ্রায় ; নাহি আর তোষেন এখন,
করুণ-নয়নে নাহি করেন দর্শন।
হেন বন্ধু নাহি মম এই ধরাতলে,
ভাসিবে আমার দুঃখে নয়নের জলে।
"ভাই" বলে "দাদা" বলে ডাকিনু যে সবে,
গিয়াছে ছাড়িয়া তারা এ জীবিত শবে।
ওহে স্মৃতি ! এ সকল দেখায়ো না আর,
কাঁদায়ে এ অভাগারে কি ফল তোমার ?
অন্তরে রাখিয়া সব করহ যতন,
সুদিন হইলে তারা দিবে দরশন।
মরিয়া মরমে, জ্বলি চিন্তার অনলে,
যাইতাম সুখ আশে সুহৃদমণ্ডলে ;
ভুলিতাম যত দুঃখ কথায় কথায়,
ইথেও বিধাতা বুঝি বিমুখ আমায় !
আমার জীবন-পথ করিয়া উজ্জ্বল,
যে কয়টি তারা ছিল উদিত কেবল,

দুর্ভাগ্য-জলদাবৃত দেখিয়া আমায়,
লুকায়েছে সব আর দেখা নাহি যায়।
হা বিধাতঃ! এতই কি ছিল তব মনে?
কিন্তু আহা! তোমারে বা দুষিব কেমনে?
সংসারের এই গতি যেখানে সেখানে,
দুরদৃষ্ট যার আহা! কে তাহারে মানে?
তবে কেন করি মিছে সংসার সংসার,
সংসারের নহি, নহে সংসার আমার।
হা নাথ! দুঃখীর সখা কেহ নাহি আর,
একই সুহৃদ তুমি জানিলাম সার।

কে বলিতে পারে?

১

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে
বিপদ ভুজঙ্গপ্রায়, গরলমণ্ডিত কায়,
গরজিয়া আসিতেছে হায়! অভাগারে
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে?

২

কিম্বা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী
সাজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমালা করে,
আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে,
বরিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ম্বরে
সলাজে কুসুমহারে নারীকুলেশ্বরী।

৩

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে,
কখন উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;
বিপদনীলোর্ম্মিকুল, কাঁপাইয়ে উপকূল,
উঠিবে গগণপথে, ভেদি পারাবার ;
মগনিবে দেহতরী জলধি অন্তরে ?

৪

অথবা কখন পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজ্জ্বলিয়া জলধি-হৃদয়
চন্দ্রের কিরণতলে, হাসিবে তরঙ্গদলে,
চুম্বিয়া শতেক চন্দ্রসুখসুধাময়,
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?

৫

পাঠক !—

আজি তুমি অবনীর রাজরাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণসিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্য অভাব সনে,
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে,
—প্রণয়, বিষয়, সুখে প্রফুল্ল অন্তর !

৬

জানিলাম মূঢ় তুমি আমার মতন
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে ?
এই স্তূপাকারপ্রায়, একটী তরঙ্গ ধায়ে,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে ?
রাজার ভবন হবে বিজন কানন।

৭

কিম্বা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়,
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে ?
এই চিন্তা-বিষধরী, এই দুঃখ-বিভাবরী
কত দিন রবে আর পোহাবে অচিরে ;
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায়।

নিরাশ প্রণয়।

১

ডুবিয়া সঙ্গীতসাগরে স্বজনি!
মজিয়া প্রণয়পীযূষ-পানে,
লভিয়াছি সুখ দিবসরজনী,
প্রাণেশে পবিত্র প্রণয়-দানে।

২

বাসিতাম কত ভাল প্রাণেশ্বরে,
কেমনে বলিব? স্মরিলে মনে,
জনমে যে ব্যথা তাপিত অন্তরে,
ঝরে অশ্রুধারা যুগল নয়নে।

৩

হৃদয়ের ভাব কথায় কেমনে,
প্রকাশিব বল স্বজনী-সকাশে,
খেলে যে লহরী জলধিজীবনে,
সরসী সে লীলা কেমনে প্রকাশে?

৪

ভালবাসা সখি সাগরের মত,
কত ভাব তাহে জনমে স্বজনি!

নহে যার মন পর-প্রাণ-গত,
কেমনে বুঝিবে সে সুখী রমণী !

৫

হৃদেশ কখন বিলম্বে আলয়ে,
আসিতেন যদি যামিনী-যোগে,
জাগিতাম নিশি, শঙ্কিত হৃদয়ে
হাসিতাম কভু স্বপন-সম্ভোগে।

৬

নিদ্রাভঙ্গে, যবে পাতায় পাতায়,
শুনিতাম নিশির শিশির-পাত,
বসিতাম মানে মজিয়া শয্যায়,
ভাবিতাম বুঝি এলো প্রাণনাথ।

৭

কপাটের পানে থাকিয়া থাকিয়া,
দেখিতাম সখি! বঙ্কিম নয়নে।
থেকে থেকে পুনঃ শ্রবণ পাতিয়া,
শুনিতাম বাজে কি শব্দ শ্রবণে।

৮

প্রাতে সমীরণ চুম্বি পত্রদল,
বহিত স্বনিয়া স্বনিয়া শ্রবণে,

কাঁপিত কপাট, কাঁপিত অর্গল,
ভাবিতাম নাথ এলো সদনে।

৯

একদা এ ভাবে কাটিনু যামিনী,
বিষাদে সুদীর্ঘ, নাথবিহনে
নিরখিয়া ঊষা মধুর-হাসিনী,
বলিনু তাহারে লোহিত লোচনে।

১০

আপনি অবলা, হায়! একি জ্বালা,
অবলার জ্বালা তবু জান না,
কেন হেন কালে জ্যোতি প্রকাশিলা,
বাড়াইলা মম মন-বেদনা?

১১

আর কি হৃদেশ আসিবে আলয়ে,
আর কি পাব রে প্রাণেশে আমার?
নিশিযোগে আহা! ছিনু যে আশয়ে,
নিবিল সে আশা, হৃদয় আঁধার।

১২

ছি ছি ছি ছি ঊষে! পাষাণ-কামিনী,
স্বজাতি-যন্ত্রণা কেমনে সহ,

পতি-পাশে কাটে যে নারী যামিনী,
তুমি এসে তার ঘটাও বিরহ।

১৩

অথবা তোমায় মিছে কেন বলি,
যেই সরোজিনী, ছিল বিরহিণী,
মিলাইলে অলি, না ফুটিতে কলি,
নিজ-কর্ম্ম-দোষে আমি দুঃখিনী।

১৪

নিশি হলো শেষ, উদিল দিনেশ
জ্বলিল হৃদয়ে বিরহ-শিখা,
ম্লান কুমুদিনী এলো না প্রাণেশ,
কাঁদিল পিঞ্জরে শুক শারিকা।

১৫

কি ভাবে স্বজনি! কাটাইনু দিন,
জানকী যেমন অশোক-বনে,
শুকাইল মুখ হইল মলিন,
কি বিষম ব্যথা জনমিল মনে।

১৬

চিত্রিয়া প্রাণেশে প্রণয় তুলিতে,
দেখাইনু চিত্রে বিচিত্র মান,

আবার সে ছবি চুম্বিতে চুম্বিতে,
নয়নের নীরে করাইনু স্নান।

১৭

অপরাহ্নে সখি! তাপিত হইয়া,
প্রবেশিনু মম প্রমোদবনে,
বহে সমীরণ স্বনিয়া স্বনিয়া,
বিকসিত-ফুল-সৌরভ সনে।

১৮

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সরোবরতীরে,
গেলাম স্বজনি! মানসভ্রমে;
দেখিলাম রবি সরসীর নীরে,
করিতেছে ক্রীড়া বিলাসবিভ্রমে।

১৯

প্রাণেশের রূপ মনসরোবরে,
চকিতে ভাসিল; ফিরাতে নয়ন,
দেখিনু অমনি মম প্রাণেশ্বরে,
তরুতলে বসে বিষাদিত মন।

২০

নিষ্পন্দ শরীর নয়ন স্থির
অদৃশ্য জনে দৃষ্টি শূন্যপথে,

ঝরে ধীরে ধীরে নয়নের নীর,
গত মন যেন কোথা মনোরথে।

২১

দাঁড়ানু আড়ালে,—দাঁড়াইনু পাশে—
দাঁড়াইনু সখি! নাথের সম্মুখে—
দিনু করে কর প্রেম অভিলাষে,
তবু কথা নাহি সরিল মুখে।

২২

এক বার, দু বার, সখি! বহুবার—
"প্রাণেশ! হৃদেশ! নাথ! প্রাণেশ্বর!"
ডাকিনু সলাজে হায়! বারম্বার,
তবু চিত্ত-ভ্রম হলো না অন্তর।

২৩

ধরিয়া গলায় চুম্বিনু অধর;
চমকিয়া নাথ ধরিয়া হৃদয়ে,
কহিলেন সখি! সকাতর স্বর,
"আমাদের প্রতি বিধাতা নির্দ্দয়

২৪

তব পরিণয় হইয়াছে স্থির,
মম সনে নহে" ক্ষণেক নীরব,

"বিড়ম্বনা প্রিয়ে! দারুণ বিধির,
আজন্ম বাসনা ঘুচিল সব"।

২৫

ঘুরিল কানন, তরু, সরোবর,
ঘুরিল রবি, পৃথিবী, আকাশ,
বাতাহত যেন ছিন্ন তরুবর,
"কি বলিলে প্রাণ! একি সর্ব্বনাশ।"

২৬

বলিয়া, অমনি প্রাণেশের ক্রোড়ে,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িনু স্বজনি!
বাঁধা ছিল মন যেই আশা-ডোরে,
ডুবিল হৃদয় ছিঁড়িল অমনি।

২৭

অস্ত গেল রবি জলধির জলে,
অস্ত গেল প্রেম নিরাশা-সাগরে,
সেই দিন হতে সন্ন্যাসিনী ছলে,
করে কমণ্ডলু, পাষাণ অন্তরে।

সায়ং চিন্তা।

১

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃ-সম্ভূত অনিলে,
কার্য্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী,
ললাটে সিন্দূরবিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিতকায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।

৩

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে ;
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু কানন,
নাচিছে হিল্লোলমালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয়,
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ,
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল শিশু মধুর গায়ন,
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যত ভয়।

৫

নাহি জানে অভাগার অবস্থা কেমন !
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষণ্ণ অন্তর ;
কে বা রাজা, প্রজা কে বা, নাহি জানে রাজসেবা
নাহি জানে অধীনতা কেমন নিগড়,
স্বাধীনতা কি রতন, ভাবে না কখন।

৬

স্বদেশের রাজনীতি, শাসনপ্রণালী,
কে বা রাজা কি বা জাতি, কোথায় বসতি,
কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল মসি,
আর্য্য-সুত-বীর্য্য ভানু, ঘটাল দুর্গতি
চরণে দলিত করি দুর্ব্বল বাঙ্গালি।

৭

শিশুমতি এ সকল নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি ভাবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল,

বিধবাকুটুম্ব যারা, তাহাদের অশ্রুধারা।
নিরখিয়া কাঁদে বাছা প্রণয়বৎসল ;
কিসে দুঃখ দূর হবে চিন্তে না বিধান।

৮

কে বা কৃষ্ণ, কে বা খৃষ্ট, কে বা রামমোহন,
ধর্ম্ম কার, কি প্রকার, কেন মতান্তর,
কিছুই না ভাবে মনে, পুলকিত দরশনে
অপূর্ব্ব জগতশোভা অতীব সুন্দর,
তথাপি অবোধ শিশু ধর্ম্মের জীবন।

৯

নাহি চাহে ধর্ম্মনীতি ; কখন না যায়
কেশবের সঙ্কীর্ত্তনে, দেবেন্দ্রসমাজে ,
করি নেত্র নিমীলন, করি অশ্রু বরিষণ,
ডাকে না "দয়াল প্রভু" ; কিম্বা দিব্য সাজে
তুলিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা পথে না বেড়ায়।

১০

ওই দেখ তরুতলে, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে, না জানে কি গায় :
লতা পাতা জড় করি, কভু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে শৈশব কাল সুখের সময় !

১১

চিন্তা কাল ভুজঙ্গিনী করে না দংশন,
নিরাশ-প্রণয়-দুঃখে, দহে না জীবন,
দুরাকাঙ্ক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে ; আহা ! জানে না এখন,
মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন।

১২

হাস হাস হাস শিশু ! নহে দিন দূর,
সংসার-সাগরপারে, বসিয়ে যখন,
বিষাদ-তরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ ; জানিবে তখন,
নির্ম্মল শৈশবক্রীড়া ; সুখের স্বপন।

১৩

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্ম্মল,
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন কলি, (দিতে সুখে জলাঞ্জলি)
কে ফুটালে, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে ?
কে সুখ-সাগরে মম, মিশালে গরল ?

১৪

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হলো বিকসিত,

উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন।

১৫

পিঞ্জরে আবদ্ধ যেই বিহঙ্গশাবক,
যে বিধি ফুটায় তার যুগল নয়ন,
সে বিধি পাষাণ-মনে, ভারত-সন্তানগণে,
দিলেন জ্ঞানের নেত্র, দেখাতে কেমন
দাসত্ব-শৃঙ্খলভার, অবস্থা-নরক।

১৬

না জানি কি মন্ত্রে বিদ্যা করিল দীক্ষিত,
যত পড়ি তত বাড়ে মনের বিষাদ,
ততই অসুখ মনে, বাড়িতেছে প্রতিক্ষণে,
কেন পড়িলাম আহা! এ কি পরমাদ!
ভাগ্যগুণে সকলি কি ঘটে বিপরীত?

১৭

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর,
কেন দেখিলাম; আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়; আর্য্যবংশ-কীর্ত্তিচয়,
কেন পড়িলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?

১৮

বল মা ভারত ভূমি বল না আমায়,
কোথায় তোমার সেই বীর পুত্রগণ ?
যাহাদের কীর্ত্তিবলে, তব নাম ধরাতলে,
পূজ্যতম ছিল যেন অমরভবন,
সে সকল পুত্র তব বল না কোথায় ?

১৯

তাঁদের সন্তান কিগো আমরা সকল ?
আমার দুর্ব্বল ক্ষীণ পাপিষ্ঠ হৃদয়,
জননি ভারত-ভূমি, বীর-প্রসবিনী তুমি,
কেমনে পুষিলে হেন ক্ষীণ জীবচয়,
শুকের কোঠরে যত সালিকের দল ?

২০

কোথায় তোমার সব দুর্ল্লভ ভূষণ,
মুকুতা, প্রবাল, হীরা, সুবর্ণভাণ্ডার,
কোথায় সে কহিনুর, কোথায় দরিয়ানুর,
কোথায় প্রাচীরমালা, আলোক আগার,
রত্ন শিখি-রাজাসন কোথায় এখন ?

২১

কোথায় এ সব তব সোহাগের ধন,
হরিয়াছে জেতৃগণ সকল সম্বল,

কেবল না পারে কাটি, হরিতে উর্ব্বরা মাটি,
আছে স্বর্ণ-প্রসূ ভূমি, আছে হিমাচল,
তাই মানচিত্রে নাম রয়েছে এখন।

২২

সৌভাগ্যের উচ্চতম রত্নসিংহাসনে,
বিরাজিত বীরদর্পে তব পুত্রগণ,
আমরা অভাগাগণ, হারাইয়া সিংহাসন,
হারাইয়া নৈসর্গিক স্বাধীনতা ধন,
কাঁদিতেছি অনিবার বিদেশি-চরণে।

২৩

রোদন ধ্বনিতে যদি বিদারি গগন,
কাঁদে হিমাচল যদি কুমারী সহিত,
অতিক্রমি পারাবার, আমাদের হাহাকার
প্রতিধ্বনি করিবে না ইংলণ্ডে কখন,
অরণ্য-রোদন আহা হইবে নিশ্চিত।

২৪

রে বিধাতঃ!
কি দোষে ভারতভূমি দোষী ও চরণে?
কেন অভাগিনী সহে এতেক যন্ত্রণা,
ভারত নিশ্বাসে ভার, দিয়ে যাও সিন্ধুপার,

রাণী যিনি, কহ তাঁরে এসব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত-রোদনে।

মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক।

১

প্রভাকর-অস্তকালে প্রকৃতি সুন্দরী
যেমতি মোহিনী সাজে জুড়ায় নয়ন,
মানব-জীবন-রবি দেহ পরিহরি
অস্তমিত প্রায় যবে, সংসার তেমন
বিমল অপূর্ব্ব শোভা করে প্রদর্শন।
অপলক নেত্রে আজি যেই দিকে চাই,
নিরখি প্রীতিতে পূর্ণ ভূতল গগন,
প্রীতিশূন্য কোন স্থান দেখিতে না পাই।

২

প্রেমের প্রতিমা পত্নী, প্রাণের সন্তান,
জননী আনন্দময়ী মায়ার আধার,
সন্তোষজনকমূর্ত্তি দয়ার নিদান;
বোধ হয়, আজি যেন প্রেমপারাবার।
বিষাদকণ্টকাকীর্ণ যে পাপ সংসার,
কাটানু একটী জন্ম ভাসি নেত্রনীরে

যেই খানে, আজি একি রূপান্তর তার ?
পবিত্র প্রীতির স্রোত পার্থিব মন্দিরে !

৩

শত্রু মিত্র আত্ম পর নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি জ্ঞান ছোট, বড়, দুর্ব্বল, দুর্জ্জয়,
জাতিভেদ, বর্ণভেদ, মান, অপমান ;
বিষয়ের বিষ-চিন্তা জুড়ায়ে হৃদয়
নিবিয়াছে ঘুচিয়াছে মর-আশা ভয়,
বোধ হয়, বিশ্ব যেন প্রীতিপারাবার
শোভিছে তরঙ্গ প্রায়, মানবনিচয়,
ঐশিকসূত্রেতে গাঁথা প্রীতি-পুষ্পহার।

৪

কেন কাঁদ পিতঃ ! তুমি শোকে ম্রিয়মাণ ?
কেনই জননী মম করে হাহাকার ?
কেন প্রিয়তমে ! পতি-প্রাণের সমান,
নীরবে ঝরিছে তব নয়ননীহার ?
প্রবেশিব যে জীবনে প্রতিবিম্ব তার,
এত প্রীতিকর ! আহা ! না জানি কেমন

মধুরা যামিনী সেই, এই সন্ধ্যা যার
প্রীতিরসে জুড়াইল তাপিত জীবন।

৫

কেন কাঁদ পিতঃ তুমি বিষাদে মজিয়া,
যাইতে মঙ্গল রাজ্যে কর অমঙ্গল ;
অবোধের মত পিতঃ কি হবে কাঁদিয়া,
মুছে ফেল বিগলিত নয়নের জল।
আনন্দে বিভুর গান গাও অবিরল,
এমন সুখের দিন হইবে না আর,
জান না কি বাঙ্গালির মরণ মঙ্গল,
খুলিবে আমার আজি স্বাধীনতাদ্বার।

৬

বৃদ্ধ তুমি, নাহি ধার সুশিক্ষার ধার ;
দরিদ্রতা নিবন্ধন মনের নয়ন
হয় নাই প্রস্ফুটিত, কি বলিব আর,
পূজাহ্নিক, ভোগ, নিদ্রা তোমার জীবন।
জঘন্য দাসত্বপাঠ শিখেছ এমন,
উপাস্য দেবতা তব মানব সকল,
শাকান্ন সম্বল তব, অধীনতা ধন,
অহঙ্কার অলঙ্কার দাসত্বশৃঙ্খল।

৭

কাহার ভারতবর্ষ ? এবে কার করে ?
পড়িয়াছ রামায়ণ, পড়েছ ভারত,
আর্য্যবংশকীর্ত্তিগ্রাম শ্রবণবিবরে,
পশেছে পবিত্র করি শ্রবণের পথ ;
জেনেছ কি কাহাদের ছিল এ ভারত ?
কি কাজ জানিয়া ? আহা জানিয়া সকল
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ভুলি স্বপ্নবৎ,
না জানাই সুখ যদি জানিয়া কি ফল ?

৮

জন্মেনি তোমার পিতঃ! এ সব কুজ্ঞান,
জান নাহি বাঙ্গালির দুরদৃষ্ট হায়!
অপমান মনে কর পরম সম্মান,
তুমি কেন না মজিবে সংসারমায়ায় ?
যে কার্য্যে আমার বুক বিদরিয়া যায়,
সে সব তোমার কাছে কর্ত্তব্যে গণিত,
স্বদেশের সমাজের নাহি কোন দায়,
নহ নিজ অবস্থায় কিঞ্চিৎ দুঃখিত।

৯

সুশিক্ষিত বাঙ্গালির যতেক যন্ত্রণা,
অভাগার যে অনলে দহিছে হৃদয়,

কেমনে জানিবে তুমি কত বিড়ম্বনা
সহিয়াছি প্রতিদিন, প্রাণে নাহি সয়
অধীনতা অপমান, প্রাণে নাহি সয়
স্বজাতির হীনাবস্থা, কি বলিব হায়!
জাতীয় বিদ্বেষ-সর্প পাপী নৃশংসয়
দংশিছে, জ্বলিছে বুক দংশনজ্বালায়।

১০

সভ্যতার রঙ্গভূমে, কল্পনা উদ্যানে,
বিদ্যার বিনোদ বনে, সর্ব্ব-অগ্রসর
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ; সঙ্গীতে বিজ্ঞানে
অনুপম অদ্বিতীয় সংগ্রাম ভিতর;
শাস্ত্রে শস্ত্রে শৌর্য্যে যার ছিল না সোসর,
শিশু গ্রীষ, শিশু রোম, যার তুলনায়,
পার্থিব গৌরব এত অকিঞ্চিৎকর,
সে জাতির শেষে এই দুরবস্থা হায়!

১১

সে দিনের ইংলণ্ড, কি ছার বড়াই!
ভারতে দর্শন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত,
পরাকাষ্ঠা পায় যবে পঞ্চ ভাই
কুরুরক্তে কুরুক্ষেত্র করে কলুষিত,

সিজারের নেত্র পথে হয় নি পতিত,
অসভ্য ইংলণ্ড ; এবে—অদৃষ্ট এমন,
সে ভারত রসাতলে হয়েছে পতিত,
ইংলণ্ডের উন্নতির উচ্চ সিংহাসন।

১২

কিসে পিতঃ! ভারতের হলো অধোগতি ?
রহিয়াছে পূর্ব্ববৎ হিমাদ্রি, সাগর ;
বহিতেছে পূর্ব্ববৎ দেবী ভাগীরথী ;
তবে যে গৌরব-রবি হইল অন্তর,
নাহি সেই রাম, নাহি অযোধ্যানগর।
কোথায় সে বীরগণ, পণ্ডিতমণ্ডল,
কোথায় তাদের কীর্ত্তি গৌরব-আকর,
প্রতিধ্বনি মাত্র তার রয়েছে কেবল।

১৩

গেছে বীর্য্য, কিন্তু পিতঃ! জানিও নিশ্চয়,
ভারতবাসির মন অমর অচল,
কালে, বলে, দ্বেষানলে মরিবার নয় ;
যেই মানসিক শক্তি, যবন কবল,
শত বৎসরের পাপ দাসত্বশৃঙ্খল,
সহিয়াছে অনায়াসে, সেই বৃত্তিচয়

এখনো রহেছে পিতঃ! তেমনি সবল,
ধরিবে সতেজ মূর্ত্তি পাইলে সময়।

১৪

প্রসবিল যেই মন বেদান্ত দর্শন,
চতুর্ব্বেদ যাহা হতে হইল উদ্ভব,
ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই মন করিল সৃজন;
নীতিজ্ঞ আনন্দাশ্রম, দ্বারকা, কেশব
সে মন আদর্শ; পিতঃ! ইহার গৌরব;
বর্দ্ধিত হইতেছিল সুশিক্ষা সহায়,
দ্বেষানলে দগ্ধ হয়ে রাজমন্ত্রী সব,
কুঠার মারিতে চাহে তাহার গোড়ায়।

১৫

সুশিক্ষিত, সহৃদয়, বাঙ্গালি যুবক,
পবিত্র সিবিল-গৃহে করিছে প্রবেশ,
এই জন্যে ইংরাজের নয়নকণ্টক
হইয়াছে অভাগারা; বিহঙ্গশাবক
ফুটিলে নয়ন পাছে মুক্তিপথ চায়,
এই ভয়ে মন্ত্রিগণ ভাবিয়া নরক
জন্মান্ধ করিবে কিসে, ভাবিছে উপায়।

১৬

বাঙ্গালি, দাসত্ব-জীবী, দুর্ব্বল বাঙ্গালি,
প্রকাশ্য সংবাদপত্রে, সমকক্ষ প্রায়,
ঢালিবেক শ্বেত অঙ্গে কলঙ্কের কালী,
দূষিবে রাজার কার্য্য নিন্দিবে জেতায়,
এই দুঃখে শ্বেত বুক বিদরিয়া যায়।
শূন্য এবে রাজকোষ, রাজ্যে হাহাকার,
করদান একমাত্র আমাদের দায়,
ব্যয়কালে আমাদের, নাহি অধিকার।

১৭

এই স্থির হইয়াছে ইংরাজমহলে,
বাঙ্গালির এক মাত্র মানসিক বল,
হয় যদি হত-বল নীতির কৌশলে,
ঘুচিবেক ইংরাজের যত অমঙ্গল।
পদানত হইবেক বাঙ্গালি দুর্ব্বল।
বাঙ্গালির একমাত্র আছিল সান্ত্বনা,
শিক্ষামন্দিরের দ্বার ছিল অনর্গল,
তাতেও অর্গল দিতে হতেছে মন্ত্রণা।

১৮

রাজপদে আমাদের নাহি অধিকার,
রাজচিন্তা আমাদের উন্মাদস্বপন,
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি সভা অদৃষ্ট আগার,
আমাদের পক্ষে যেন নন্দন কানন।
কেবল কেরানিগিরি বাঙ্গালি-জীবন,
বর্ণ বিনে, বিদ্যা বুদ্ধি সকলি বিফল,
অধীনতা হায়! এই দুঃখের কারণ,
সাধে বলি বাঙ্গালির মরণ মঙ্গল!

১৯

চিত্রের এ দিক্ এই—দেখ পক্ষান্তরে,
আমাদের ভয়ানক অবস্থা কেমন,
স্বাধীনতা যেইরূপ পরিষ্কার করে
সমাজ-উন্নতি-পথ, ধর্ম্মও তেমন
আত্মার মুক্তির পথ করে উন্মোচন।
অনিত্য সংসারে ধর্ম্ম অমোঘ আশ্রয়,
সুদৃঢ় বিশ্বাস সেই ধর্ম্মের জীবন,
বিশ্বাস হৃদয় করে পরমেতে লয়।

২০

আশৈশব দৃঢ় ভক্তি পৌত্তলিকতায়
আছিল আমার, পিতঃ! জ্ঞানের নয়ন
বিকসিত হলো যবে সিহরিল কায়
ইহার বিকৃতাবস্থা করি দরশন।
আশ্রয়পাদপচ্যুত লতার মতন
প্রত্যেক বাতাসভরে বিশ্বাস আমার
কাঁপিতে লাগিল ; জ্ঞান আলোকে তেমন
মিশাইল অন্ধকার পূর্ব্ব সংস্কার

২১

সম্মুখে দেখিনু দৃঢ় বিশ্বাস অচল ;
যুগল নির্ম্মল নদী, পবিত্র শীতল,
হয়েছে নিঃসৃত বেগে, মানস চঞ্চল
দাঁড়াইয়া সন্ধিস্থলে ভাবিয়া বিকল ;
সন্দিহান কর্ণধার বিবেক দুর্ব্বল ;
এই বহে খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারিয়া কায়,
এই হাসে ব্রাহ্মধর্ম্মস্রোত নিরমল,
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আহা! কোন স্রোতে যায় ?

২২

করিতেছি ইতস্ততঃ, অজ্ঞানে কেমনে
সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে করিনু প্রবেশ;
নীরস সন্দেহ-মরু-তাপিত জীবনে
প্রথম পরশে হলো সুখের আবেশ;
দেখিনু মানব জাতি ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষ,
হৃদয় একত্বভাবে হইল পূরিত,
দেখিনু সৃষ্টিতে স্রষ্টা পূর্ণ সন্নিবেশ,
মিশাইল আত্মা বিশ্ব আকাশ সহিত।

২৩

সহিয়াছি কত ঝড় বলিতে না পারি,
পাপে পূর্ণ ভারি তরি কত শত বার,
ছিঁড়িয়া স্নেহের পাশ হৃদয় বিদারি
চাহিয়াছে ডুবাইতে পাপ দেশাচার
চাহিয়াছে ফিরাইতে, কুহকী সংসার;
এরূপে যাইতেছিনু, কিছু দিন পরে,
হইল যুগল শাখা স্রোত দুর্নিবার,
ছুটিল ভীষণ বেগে, ভিন্ন বেশ ধরে।

২৪

সন্ধিস্থলে এবে পিতঃ! আছি দাঁড়াইয়া,
না পারি করিতে স্থির যাই কোন পথে;
ভাস তুমি প্রেমানন্দে পুতুল লইয়া,
সুদৃঢ় বিশ্বাস তব নিবে মুক্তি রথে।
নাহি হয় কোন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা কোন মতে,
পরকাল, পরিণাম, ভাবি আপনার;
ভাবি মনে মনে হায়! এসেছি জগতে
কোথায় হইতে, কোথা যাইব আবার?

২৫

যথায় যাইতে হবে, যাইতেছি হায়!
কিছু ক্ষণ পরে এই পার্থিব পিঞ্জর
তেয়াগিবে আত্মা, দেহ রহিবে ধরায়,
ছিঁড়িবে ভবের দুঃখ দাসত্ব নিগড়।
আর দহিবে না এই তাপিত অন্তর,
শরীরজনিত যত পাপ-যাতনায়,
মনের সন্দেহ যত হইবে অন্তর,
ঘুচিবেক অনিশ্চিত পরকাল দায়।

২৬

যে আনন্দ রাজ্যে আজি করিব প্রবেশ
পবিত্র মঙ্গল ধাম পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়,
জিত জেতৃ সেই খানে এক নির্ব্বিশেষ,
"চিহ্নিতাচিহ্নিত" কারো বিশেষণ নয় ;
একই পিতার পুত্র, এই পরিচয়।
থাকিবে না বর্ণভেদ, কালবর্ণ-দায়,
ঘুচাবেন অধীনতা প্রভু দয়াময়,
দহিবে না দম্ভপূর্ণ বাক্যের জ্বালায়।

২৭

পূর্ণ আলোকেতে বসি পুলকিত মনে,
আনন্দে করিব সেবা, রাজার রাজার ;
কিবা কাল, কিবা শ্বেত, তাঁহার নয়নে
তুল্যরূপ, বর্ণভেদে নাহি পুরস্কার।
সকলে সমান দয়া, সমান বিচার,
সর্ব্বত্র রাজ্যের বিধি সমান সরল,
(মঙ্গল ইচ্ছায় পূর্ণ !) পাপী দুরাচার,
পবিত্র হইতে দণ্ড পাইবে কেবল।

২৮

জবনিকা ক্রমে ক্রমে হতেছে পতন,
হইতেছে রঙ্গভূমি ক্রমে অলক্ষিত ;
অমর ত নহে এই মানব জীবন,
য়াইতেছি, সকলেই যাইবে নিশ্চিত।
পুনর্ব্বার পিতা পুত্র হবো একত্রিত,
অনন্ত কালের তরে জানিও নিশ্চয়,
পিতা মাতা পত্নী পুত্র হইয়া মিলিত,
আনন্দে গাইব জয় জগদীশ জয়।

শশাঙ্কদূত।

কোথা যাও শশধর ! ফিরিয়া দাঁড়াও,
অভাগার গোটা কত কথা শুনে যাও।
এই নব গঙ্গাতীরে, এই তরুতলে,
গাইব দুঃখের গীত ভাসি অশ্রুজলে।
উচ্চ সিংহাসনে বসি শর্ব্বরী-রঞ্জন,
মুহূর্ত্তে দেখিতে পার সমস্ত ভুবন,

চিত্রিত রয়েছে যেন জলধি হৃদয়ে
মণ্ডিত কৌমদী বর্ণে, শ্যাম শোভাময়।
অভাগার অনুরোধ দেখ একবার,
মিশায়ে আকাশ সনে বঙ্গ পারাবার
হাসিছে ঈষদে যথা শীত সমীরণে,
দেখাইয়া প্রতিবিম্ব সুনীল দর্পণে।
তার প্রাচীতীরে, দেখা যায় কি না যায়,
অনন্ত সমুদ্র সনে মিশাইয়া কায়,
শোভিতেছে সুশ্যামল পুরি মনোহর,
অভাগার জন্মভূমি, প্রকৃতির ঘর।
এমন স্বভাবশোভা নাহি এ ধরায়,
যাহা নাহি শশধর দেখিবে তথায়।
সর সর স্বরে কত শত নির্ঝরিণী,
বহিতেছে এক তানে দিবস যামিনী;
চক্রাকারে বেষ্টি তারে তরু লতাগণ,
সে স্বর নিস্পন্দভাবে করিছে শ্রবণ;
কেবল নিকুঞ্জ-কবি ঝাউ সন সনে,
প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে নিদ্রায় মগনে,

সুবিস্তৃত স্রোতস্বতী প্রসারিয়া কায়,
শোভিছে রজতাকীর্ণ রঙ্গ-ভূমি প্রায় ;
নাচিছে হিল্লোলমালা চুম্বিয়া রজনী,
দুই তীরে তরুশ্রেণী হাসিছে অমনি,
প্রাচীর কিরীটশিরে উচ্চ গিরিগণ
আনন্দে অপ্‌সরাপুরি করিছে রক্ষণ।
মনসুখে প্রতিবাসী করে দিন ক্ষয়,
নাহি সম্পদের চিন্তা, দরিদ্রতা-ভয়।
আলোকিত পর্ণগৃহ প্রদীপ শিখায়,
কিন্তু সেই ক্ষীণালোকে দেখা নাহি যায়।
আমোদের মূর্ত্তি কিবা দুর্ভিক্ষ অনল,
আপন মনের সুখে রয়েছে সকল।
যেই গৃহে নাহি আলো লোকের সঞ্চার,
নিশানাথ! সেই শূন্য গৃহ অভাগার ;
অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠাত্রী, যুগল ইহার,
বিসর্জ্জন করিয়াছে কাল দুরাচার,
অনন্ত জীবন জলে ; উপাসক দল
অনাহারে, দেশান্তরে, মরিছে সকল।

পুণ্যবান্ গৃহস্বামী ছিলেন যখন,
আনন্দে নাচিত এই আঁধার ভবন।
এবে সেই গৃহ যেন বিরল বিজন!
টিক্‌টিকিপতন, কিম্বা মূষীকপীড়ন,
এই দুই শব্দ ভিন্ন কিছু নাহি আর
নির্জ্জনতা বিঘ্ন রূপে অদৃষ্ট দুর্ব্বার!
সেই গৃহ ছিল যেন উৎসব-আলয়,
জনতায় পরিপূর্ণ কত নিরাশ্রয়
ইহার ছায়ায় লব্ধ হয়েছে জীবন!
এবে তারা সৌভাগ্যের উচ্চ সিংহাসন
করিয়াছে আরোহণ, গৃহস্বামী হায়!
হারাইয়া প্রাণ মান সম্পদ সহায়,
পর-উপকার-ব্রতে, চিন্তার অনলে
পড়িলেন শুষ্ক হয়ে কালের কবলে।
পৃথিবীতে চিহ্ন মাত্র আছে পঞ্চ জন
হতভাগা, আর এই সমাধিভবন।
সমাজের শিরোমণি সদ্‌গুণভাণ্ডার,
বিপদে প্রসন্ন মুখ, মোহিনী আকার,

সরল হৃদয় পরদুঃখে ম্রিয়মাণ,
প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান,
চতুর, মধুর ভাষি, সাহসে অতুল,
এদেশে দুজন নাহি তাঁর সমতুল।
কিন্তু এই গুণরাশি নারিল রোধিতে
করাল কালের গতি, এই অবনীতে
দ্বিতীয় আশ্রয় মম কেহ নাহি আর,
শ্রদ্ধার আলয় মম হয়েছে আঁধার!
কালে কালে এই গৃহ হবে ধরাশায়ী,
হয়েছি অভাগা মোরা ভিক্ষাব্যবসায়ী।
জন্মভূমি মানচিত্রে এক বিন্দু আর
চিহ্ন মাত্র না রহিবে এই অভাগার।
যদি অভাগার নাম করে কোন নর,
প্রতিধ্বনি করিবেক ভূধর সাগর।
যুগল স্নেহের তরী এই সিন্ধুজলে
হইয়াছে নিগমন মম কর্ম্মফলে।
জীবনের সুখ আশা অতল সলিলে
ডুবিয়াছে সেই সঙ্গে। সমুদ্র খুঁজিলে

হারায়েছি যেই রত্ন সদৃশ তাহার,
নাহি সাধ্য রত্নাকর করে আবিষ্কার।
পিতৃ মাতৃ স্নেহ সুখ স্বর্গ অবনীর
ঘুচেছে জন্মের মত, দারুণ বিধির
এমন নিষ্ঠুর বিধি ; দেশে অভাগার
কেহ নাহি যারে আমি বলিব আমার।
সম্পর্ক, সুহৃদ-বল, সৌভাগ্যে সকল,
দুঃসময়ে স্মৃতি মাত্র বান্ধব কেবল।
এই সুবিস্তৃত দেশে, ওহে শশধর,
আছে কত আশৈশব প্রিয় সহচর ;
কিন্তু শশি! তাহারা কি কথায় কথায়
মনে করে হতভাগ্য শৈশব-সখায়,
প্রসারি কৌমদীকর ধরিয়া গলায়,
জন্মভূমি জননীকে জিজ্ঞাসিও হায়!
ক্রোড়ভ্রষ্ট দূরস্থিত চিরদুঃখী তরে,
কাঁদেন কি জন্মভূমি স্মরিয়া অন্তরে ?
অভাগা যেখানে থাকে, দেখিবে তাঁহায়
জাগ্রতে কল্পনা-নেত্রে, স্বপনে নিদ্রায়।

মহারাণার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ্ এডিন্‌বরার প্রতি।

১

যুবরাজ !
শতবৎসরের পরে দুঃখিনী কন্যায়
স্নেহময়ী মায়ের কি হয়েছে স্মরণ !
কিম্বা এত কাল পরে ঈশ্বর-কৃপায়,
গম্ভীর সমুদ্ররব করি নিমগন,
অভাগীর রোদনের ধ্বনি হাহাকার,
পশেছে কি যুবরাজ ! শ্রবণে তাঁহার ?

২

কেঁদেছে মায়ের মন, কোমল তরল,
শুনি হীনা ভারতের শোক-সমাচার,
তাই বুঝি মুছাইতে নয়নের জল,
পাঠালেন প্রিয়তম প্রাণের কুমার ;
এস তবে, এস ভ্রাত, দুঃখিনীর ঘরে
ভগিনী ভারতভূমি আশীর্ব্বাদ করে।

৩

নিরাশ্রয়া অনাথিনী, যবনের করে,
সহি কত শত বর্ষ অশেষ যন্ত্রণা,
অবশেষে তোমাদেরে ডাকি সমাদরে
লইনু আশ্রয় যেন অনাথা ললনা ;
সে অবধি রহিয়াছি অধিনীর মত,
এই রূপে শতবর্ষ হইয়াছে গত।

৪

কতবার রাজপুত্র, হয়েছে বাসনা,
মায়ের পবিত্র মূর্ত্তি করিতে দর্শন,
তোমাদেরে ক্রোড়ে করি, হৃদয়-বেদনা
জুড়াইতে, নিবাইতে শোক-হুতাশন,
আমার এমন কিন্তু অদৃষ্টের ফল,
হিমাদ্রি মাথায়, পায়ে দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৫

স্নেহের তো ধর্ম্ম এই—দুঃখে, অসহায়
দূরদেশে থাকে যেই দুঃখিনী নন্দিনী,
সকল সন্তান মাঝে জননী তাহায়
স্নেহ করে সমধিক ; আমি সে দুঃখিনী,
তথাপি আমার প্রতি মায়ের তেমন
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া নাহি সে যতন।

৬

সহোদরা শ্বেতদ্বীপ সৌভাগ্য-সাগরে,
মায়ের নয়ন-কাছে ভাসিছে সতত,
জননীর প্রিয়পাত্রী, মায়ের আদরে
ধবল মস্তক তার সোহাগে উন্নত।
কেড়ে নিয়ে অভাগার বসন ভূষণ,
জননী সাজান তারে মনের মতন।

৭

সুখে থাকে যেই কন্যা, জননীর প্রতি,
কখন তাহার শ্রদ্ধা থাকে না তেমন,
আমি অনাথিনী, মম মাতা ভিন্ন গতি
নাহি আর, মাতৃস্নেহ আমার জীবন,
কত কষ্টে করি কর-উপহার দান,
শ্বেত-দ্বীপ-সুত করে মম স্তন পান।

৮

হয়েছে কঙ্কাল শেষ যাতনা বিষম,
শূন্য মম রাজ-কোষ, দীন প্রজাগণ
কর-করাঘাতে প্রায় কণ্ঠস্থ জীবন,
কি দেখিতে ভ্রাতৃবর আসিলে এখন?
ছিল যে ভারত-ভূমি কুবেরভাণ্ডার,
এখন দুর্ভিক্ষ বিনা কথা নাহি আর।

৯

রাজপুত্র তুমি ; রাজ অতিথির বেশে
আসিয়াছ দুঃখিনীরে দিতে দরশন,
পূরাইল আশা যদি বিধি অবশেষে
কি দিয়া তোমায় আহা! করি সম্ভাষণ!
ঐশ্বর্য্যের রঙ্গ-ভূমি ভারত-ভবন,
শুনে থাক যদি, তবে হও বিস্মরণ।

১০

তেজঃপুঞ্জ আর্য্যবংশ-প্রসূতি-ভারত,
রামায়ণ, ভারতের অভিনয়-স্থান,
আর আর বীরপনা, শুনিয়াছ যত,
সকলি বিস্মৃত হও, স্বপন সমান।
গত বীর-কুলর্ষভ অভিনেতৃগণ,
বহু দিন যবনিকা হয়েছে পতন।

১১

ভারতের নব রত্ন হয়েছে শমন,
বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত,
যবনের যমদণ্ডে, হয়ে নির্যাতন,
বিস্মৃতি-সাগরে সব হয়েছে পতিত,
রত্ন-গর্ভা সংস্কৃত-ভাষা সুললিত,
তোমাদের যত্নে পুনঃ হতেছে জীবিত।

১২

ছিল যে ভারতভূমি কাব্যের উদ্যান,
কল্পনা-নন্দন-বন, কবির মন্দির,
যাহার সঙ্গীত-স্বরে দ্রবেছে পাষাণ
দিয়াছে গলায় মালা, বন-হরিণীর ;
এবে সে ভারতে যত টিট্টিভ সারস
ডাকিতেছে, ভগ্নস্বরে কাঁদিছে বায়স।

১৩

কি কুগ্রহ ভারতের অদৃষ্ট আকাশে,
কয়েক বৎসর হতে, হয়েছে সঞ্চার,
দুর্ভিক্ষ-অনল, আর মারিভয়-গ্রাসে
মরেছে সহস্র প্রজা, তাহাদের হাড়
একত্র করিলে হবে সমাধি-ভবন,
"বিডনের," "লরন্‌সের," কীর্ত্তি-নিদর্শন।

১৪

শূন্য এবে ভারতের রাজ্যের ভাণ্ডার,
খড়্গ-হস্তে ভাবিছেন রাজ্ঞী-প্রতিনিধি,
ভাবিছে বেতন-জীবী প্রজা অনিবার
মৃত প্রায়, দাসত্বও না মিলায় বিধি !
কেবল তোমারে আহা ! করি দরশন,
ভুলেছে সকল দুঃখ, পেয়েছে জীবন।

১৫

আনন্দে সকল দেখ হয়েছে মগন,
সাজায়েছে কলিকাতা, গ্যাসের মালায়,
রাজভক্তিস্রোতে আজি নাগরিকগণ
মনের আনন্দে সবে ভাসিয়া বেড়ায়।
কিবা ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র দুর্ব্বল,
আনন্দে গাইছে সবে তোমার মঙ্গল।

১৬

ভাসিতেছে কলিকাতা আমোদ-সাগরে
উঠিছে সঙ্গীত-স্বর লহরী যেমন,
নীহারের ছলে আজি ওই শশধরে
নিরমল সুধারাশি করে বরিষণ।
যামিনী ঝিল্লির রবে, গঙ্গা কলকলে,
তোমাকেই আশীর্ব্বাদ করিছে সকলে।

১৭

ঐ শুন উপাসনা-গৃহে যুবরাজ!
গম্ভীর সঙ্গীত-স্বর আবার আবার;
সমভাবে সর্ব্বজাতি, সমস্ত সমাজ,
ভক্তিভাবে মাগিতেছে কল্যাণ তোমার;
যথাসাধ্য প্রজাগণ, তোমার কল্যাণ
কামনা করিতে দীনে, করে অর্থ দান।

১৮

দুঃখিনী ভগিনী আমি, দাসীত্ব-জীবন,
যুবরাজ এতোধিক কি আছে আমার,
তুষিতে তোমার তুল্য রাজপুত্র-মন ?
মায়ের কোমল করে দিতে উপহার
কি দিব তোমারে ? আহা ! বিনা শ্রদ্ধা-ধন
দুঃখিনী কন্যার আর কি আছে এমন ?

১৯

আমার মনের দুঃখ সমুদ্র-মতন,
হবে না সময় তব শুনিতে সকল,
গোটা দুই কথা তাই বলিব এখন,
বলিও মায়েরে, মাতা তনয়বৎসল।
তুমি যদি এই সব হও বিস্মরণ,
অভাগীর দুরবস্থা থাকিবে এমন।

২০

বলিও মায়েরে পূর্ব্বে শাসিতে ভারত
আসিত প্রশস্তমনা ভদ্রের সন্তান,
দয়ার্দ্র-হৃদয় তারা, নিজ ভ্রাতৃবৎ
করিত প্রজার সুখসমৃদ্ধি বিধান ,
যবন-যন্ত্রণা-পরে, তাহাদের করে
ছিলাম পরম সুখে, পরম আদরে !

২১

এখন আসিয়া কত সামান্য ইংরাজ,
বড় বড় রাজপদে হয় প্রতিষ্ঠিত,
আপনার স্বার্থসিদ্ধি একমাত্র কাজ,
আমার সন্তানে করে চরণে দলিত।
মফস্বল রাজ্য তাঁর, ইচ্ছা রাজবিধি,
বাঙ্গালিরা ক্রীতদাস, বর্ণমাত্র নিধি।

২২

জাতীয় বিদ্বেষ-স্রোত হতেছে বিস্তার,
তাঁহাদের সদাচারে সমুদ্র সমান ;
যে করিবে রক্ত পান সে যদি আবার
বিষধর হয়, তবে কিসে বাঁচে প্রাণ ?
সুশিক্ষিত সহৃদয় যতেক বাঙ্গালি,
ইহাদের চক্ষুশূল নয়নের বালি।

২৩

এই তো কীর্ত্তিকলাপ ; এ দিকে আবার
রাজ্যের সম্যক আয় তাঁদের উদরে
যাইতেছে, শতাংশের একাংশ তাহার
না পায় ভারতবাসী প্রাণপণ করে ;
কি বলিব যুবরাজ ভারতে এখন
বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নহে বর্ণের মতন।

২৪

আর একটী কথা——
ভারতরাজ্যের তত্ত্ব, ভারতসন্তান,
পুঙ্খ অনুপুঙ্খ রূপে বুঝিবে যেমন,
বিদেশী বুঝিবে কিসে সেই পরিমাণ ?
তথাপি মায়ের আহা ! বিচার এমন,
তাহাদের করে মম অদৃষ্ট অর্পণ,
শার্দ্দলের ইচ্ছামত মেষের শাসন।

২৫

ভারতের সুখ দুঃখ করিতে বিদিত,
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি-কাছে, উপায় এমন
নাহি কিছু, অনুমাত্র রাজ্যহিতাহিত,
না পারে ছুঁইতে প্রতিনিধির শ্রবণ।
আমার এ রাজ্য ধন, আমার সকল,
অথচ আমার মাত্র দাসত্বশৃঙ্খল।

২৬

ত্যজি বৃদ্ধ পিতা মাতা, রমণীরতন,
স্বজাতি-সমাজ-আশা জলাঞ্জলি দিয়ে
দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধুর জলে, মম বাছাগণ
প্রবেশে ইংলণ্ডে বুকে পাষাণ বাঁধিয়ে ;

দেখিবে অদৃষ্টফল অন্তর বাসনা,
তাহাদের প্রতি কেন এত বিড়ম্বনা ?

২৭

বলিও মায়েরে ভ্রাতঃ দুঃখিনী ভারত,
আছে সুখে বর্ত্তমান প্রতিনিধি করে ;
ঈশ্বর করুন পূর্ণ তাঁর মনোরথ,
হইবেন দীর্ঘজীবী ভারতের বরে ;
এ কটি অসুখ যদি হয় তিরোধান,
হইবে ভারত রাজ্য স্বর্গের সমান।

২৮

বলিও মায়েরে আহা ! কি বলিবে আর ?
বলিও একান্ত মম মনের বাসনা,
মায়ের প্রেমের মূর্ত্তি দেখি একবার ;
যেই মূর্ত্তি অনিবার দেখায় কল্পনা।
ইচ্ছা হয় সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,
প্রতিমূর্ত্তি রাখি তার হৃদয়-সদনে।

২৯

যাও তবে ভ্রাতৃবর ! মাতৃস্নেহনীড়ে,
ভাসায়ে ভারতভূমি শোকের সাগরে

এই ইচ্ছা দুঃখিনীকে দেখা দিও ফিরে,
দুঃখিনী ভগিনী বলে রাখিও অন্তরে,
যাও তবে, যাও ভ্রাতঃ! যাও ফিরে ঘরে
আবার ভগিনী তব আশীর্ব্বাদ করে।

হৃদয় উচ্ছ্বাস।

১

সখি রে!
কি আর বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে,
দিন দিন, পল পল, জ্বলিছে বিরহানল,
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে,
প্রিয়সখি মরিতেছি মরমে।

২

সখি রে!
ওই দেখ ফুল কুল ফুটিতেছে কাননে,
নাচিতেছে অনুরাগে সমীরণ চুম্বনে,

বিহঙ্গিনী ফুল্ল মনে, স্বনাথ বিহঙ্গ সনে,
বরষি সঙ্গীত সুধা মোহিতেছে শ্রবণে,
ফুল কুল ফুটিতেছে কাননে।

৩

সখি রে!
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে,
যেই দিকে কর্ণ পাতি শুনি তারে শ্রবণে,
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে,
সে যেন রয়েছে সখি মিশাইয়া জীবনে,
প্রিয় সখি মিশাইয়া জীবনে।

৪

সখি রে!
তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অন্তরে,
তবে কেন দিবা নিশি ভাসি দুখ-সাগরে,
ছাড়িয়া গিয়াছে যবে, আর কি আমার হবে,
উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্জরে?
ওলো সখি জেনেছি তা অন্তরে।

৫

সখি রে !

গেলে এ বসন্তকাল আবার সে আসিবে,

নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্ব্বার গাইবে,

ফুটিবে কুসুমগণ, বহিবে এ সমীরণ,

কিন্তু সেই পাখি পুনঃ পিঞ্জরে না ফিরিবে,

প্রেম পাখি পিঞ্জরে না বসিবে।

৬

সখি রে !

শুকাইবে এই ফুল ; কিন্তু পুনঃ দেখিবে,

এ ফুল ফুটিয়া পুনঃ সুসৌরভে ভরিবে ;

এ হৃদয়ে পুনর্ব্বার, সেই প্রেম সুধাকর,

এই জন্মে প্রিয়সখি আর নাহি বহিবে

এই জন্মে আর নাহি ফিরিবে।

৭

সখি রে !

কিন্তু সেই প্রেমধারা যেই খানে বহেছে,

গভীর বিচ্ছেদরেখা সেই খানে রহেছে,

এই রেখা চিরকাল, হইবে আমার কাল,

নদী সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে;

সখি রে যথা নদী বহেছে।

৮

সখি রে !

জীবন যাইবে, এই যৌবন ত যেতেছে,
ভস্ম হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে,
ক্রমে ক্রমে এই সব, হবে স্বপ্ন অনুভব,
দেখিতে দেখিতে সখি অলক্ষিত হতেছে ;
প্রিয়সখি সকলই যেতেছে।

৯

সখি রে !

বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না,
প্রেম সহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না,
জীয়ন্তে ত না ছাড়িবে, প্রাণান্তেও সঙ্গে যাবে,
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না,
প্রাণসখি বিচ্ছেদ লুকায় না।

১০

সখি রে !

যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদে না সৃজিল,
লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত খরশান ?
ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল ?
ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল

১১

সখি রে !

কি সে সেই ফুলবাণ, কবিদের কল্পনা !

ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা,

নিরখি কুসুমবন, মনে পড়ে প্রিয়জন,

স্মৃতিবাণে হৃদয়েতে বাড়াইছে বেদনা,

ফুলবাণ কবিদের কল্পনা।

১২

দিবা নিশি তারি স্মৃতি হৃদয়েতে জাগিছে,

অবলার মনোদুখ অনিবার বাড়িছে,

যত চাহি ভুলিবারে, তত মনে পড়ে তারে,

ততই বিচ্ছেদানল বেগে জ্বলে উঠিছে,

প্রিয়সখি অবলারে দহিছে।

বুড় মঙ্গল।

১

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল গো ইয়ার,

ঢাল গো আবার, ঢাল পুনর্ব্বার,

দিব আজি সুখসাগরে সাঁতার,
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল গো আবার।

২

লও গ্লাস করে লও সমুদয়,
বিজয়নগর-অধিপতি-জয়,
গাও এক স্বরে গাও বন্ধুচয়,
জয় জয় কাশীনরেশের জয়।

৩

হাসে বারাণসী, নাচে ভাগিরথী,
মলয়মারুত দেয় প্রেমারতি,
বসন্তের রাজ্য, রাণী আজি রতি,
বুড়ো মঙ্গলেতে সুরা ভাগিরথী।

৪

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, দূর কর সেরি,
লও গ্লাস করে নাহি সহে দেরি,
বাহবা বাহবা এই কি গো হেরি
অগ্নিময় আজি স্রোতকুলেশ্বরী।

৫

বুঝি যত মূর্খ ধেনোমাতাল,
জাহ্নবীর জলে দিয়াছে অনল,

হবে আমাদের জলের অকাল,
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল দ্রুত হস্তে ঢাল।

৬

কিবা শোভা আলো তরঙ্গে নাচিয়া,
প্রতিবিম্বে শত সহস্র হইয়া,
যেন একখণ্ড আকাশ খসিয়া,
বারাণসীঘাটে রয়েছে ভাসিয়া।

৭

শতেক তরণী একত্রে গ্রথিত,
ফরাসে চেয়ারে ঝাড়েতে ভূষিত,
আতরে গোলাবে দিক্ আমোদিত,
বামাকণ্ঠস্বরে শ্রবণ মোহিত।

৮

উঠিল সঙ্গীত-স্বর-লহরী,
এ পরাণ মন লইল হরি,
উঠিলাম বেগে লম্ফ ত্যাগ করি,
বিজয়নগর-তরণী উপরি।

৯

সুবর্ণ-মণ্ডিত কৌচ-আসনে,
বিজয়নগর স্বয়ং আসীন,

গৌরাঙ্গ গৌরবে সোণার বরণে,
কারুকার্য্য সব হয়েছে মলিন।
আশে পাশে গুটীকত ইংরাজ
মনের আনন্দে করিছে বিরাজ।

১০

উত্তরে যতেক গায়িকার দল,
পেশোয়াজ অঙ্গে করে ঝল মল,
গোলাপ অপরাজিতা বিম্বফল,
একাধারে যেন বিরাজে সকল।
দক্ষিণে তেমনি মোসাহেব থানা
সাজায়ে রেখেছে চিড়িয়াখানা।

১১

সম্মুখে সৈরিন্ধ্রী, ভ্রাতা পঞ্চজন,
বসে অপমানে বিষণ্ণ বদন,
থেকে থেকে ভীম করিছে গর্জ্জন
কাঁপিতেছে গঙ্গা, পৃথিবী, গগন ;
হতেছে বিরাটপর্ব্ব অভিনয়
নিতান্ত অসভ্য কিন্তু সমুদয়।

১২

ভীমের ভর্ৎসনা শুনিয়া শ্রবণে
না জানি কি ভাব উথলিল মনে,

উড়িল মানস স্থির নয়নে
চাহিয়া রহিনু শূন্য দরশনে ;
তটিনীতরণী, আলো রাশি রাশি
ঘুরিতে লাগিল পুরী বারাণসী।

১৩

না জানি এ ভাবে ছিনু কত ক্ষণ
কাল পরিমাণ নাহিক স্মরণ ;
একটী বাসনা বিদ্যুত মতন,
উদয় হৃদয়ে হইল তখন।
ইচ্ছা হলো বলি হাত দিয়া বুকে,
বিজয়নগর-নৃপতি-সম্মুখে।

১৪

ছি ছি মহারাজ, কি বলিব হায়!
খেদে এই বুক বিদরিয়া যায়,
তোমাকে নৃপতি কিসে শোভা পায়,
এ সব আমোদ বলনা আমায়,
ও পাষাণ মুখে হাসিছ কেমনে?
সহিছ কেমনে ও পাষাণ-মনে?

১৫

শুন মহারাজ ভীমের গর্জ্জন,—
"দিব প্রতিফল কীচকে, রাজন!

মারিব পাপিষ্ঠে, বধিব জীবন,
এত অপমান, পাণ্ডুর নন্দন :
দাও অনুমতি দাও মহারাজ
জ্বলিছে হৃদয় নাহি সহে ব্যাজ"।

১৬

"দেখ পরাধীনা কৃষ্ণার বদন
অপমানে আহা ! মলিন কেমন !
দেখ দেখ তার সজল নয়ন
নিস্তেজ, নিরাভা, করুণ দর্শন !
একে পরাধীনা তাহে অপমান,
কত সবে আহা অবলার প্রাণ" !

১৭

একে পরাধীন, তাহে অপমান,
কত সবে বল আমাদের প্রাণ !
একে পরাধীনা, তাহে অপমান,
কত সবে আহা, ভারতের প্রাণ !
নাহি ভীমসেন, হতভাগিনীর
করিতে উদ্ধার, নাহি কোন বীর !

১৮

কি ছাই দেখিছ ? কি ছাই হাসিছ !
কাহাদের এই বীরত্ব দেখিছ ?

এক বারও কি মনেতে ভাবিছ
কাহাদের এই বীরত্ব দেখিছ ?
ভারত এদের ছিল এক দিন,
ভারত তখন আছিল স্বাধীন।

১৯

এদের সন্তান তুমি মহারাজ,
ইহাদের প্রজা ভারত-সমাজ,
আজি সে ভারতে যবনের রাজ
মোসাহেব রূপ তুমি মহারাজ।
এই তুমি ওই পঞ্চ সহোদর,
এ চিত্রে ও চিত্রে কতই অন্তর !

২০

ওই বীরমূর্ত্তি ভীম দুর্ব্বিজয়,
এই কাপুরুষ রমণী হৃদয়,
ও হৃদয় হয় পাঞ্চজন্যে লয়,
বামাকণ্ঠ-স্বরে এই মুগ্ধ হয়,
ঐ করে শোভে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদল
এই করে মরি ফর্সির নল !

২১

অপমানে ক্ষত শার্দ্দূলের প্রায়,
তর্জ্জনে গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়,

তোমরা বসিয়া যবন-ছায়ায়,
শত অপমান সহ পায়ে পায় ;
সব ছেড়ে দিয়ে করেছ বিহিত,
সম্মানের যুদ্ধ জুতার সহিত।

২২

চিরপরাধীনা ভারত দুঃখিনী
ঢালিতেছে আহা! দিবস যামিনী,
শ্রবণে তোমার, দুঃখের কাহিনী,
কেমনে শুনিছ বল নৃপমণি ?
ভারতের আহা! এই হাহাকার
বারেক পশেনি শ্রবণে তোমার ?

২৩

কৃতঘ্ন আমরা হবো না কখন,
কৃতজ্ঞতা এই ভারতজীবন,
মাগিব সতত ঈশ্বর-সদন,
অখণ্ড হউক ইংলণ্ড-শাসন ;
লুটাব পড়িয়া বিরাটের পায়
কীচকাপমান সহা নাহি যায়।

২৪

ফেল মুখনল, উঠ মহারাজ,
ত্যজে এ আয়াস, লও বীর-সাজ,

পশ গিয়া বেগে ইংলণ্ড সমাজ,
যথা মহারাণী করেন বিরাজ,
করি যোড় পাণি মহারাণী কাছে
বল গিয়া সব যাহা মনে আছে।

২৫

বল গিয়া তাঁরে "ভারত ভাণ্ডার,
উত্তর গোগৃহ হলো ছার খার,
সঙ্গে দেও এক কুমার তোমার
পলকে অরাতি করিব সংহার,
দেখাব এমনি মোহিনী কৌশল
মূর্চ্ছা হবে "মেও" "টেম্পলের" দল।

২৬

দুঃখে কষ্টে গিয়া এই বার মাস,
ঘুচিয়াছে এবে অজ্ঞাত নিবাস,
জ্ঞানের আলোকে, হৃদয় আকাশ,
নাশিয়া অজ্ঞান করেছে প্রকাশ;
দেও অনুমতি শাসি নিজ দেশ,
পারি কি না পারি দেখ সবিশেষ"।

২৭

ঝম্ ঝম্ করি বেগে যেমন,
জয় "ভিকটোরিয়া" বাজিল তখন,

উল্লুক আকৃতি ভল্লুক নয়ন,
মোসাহেব-বেশী বিকটদর্শন,
জনেক বাঙ্গালি আসিল নিকট,
অপমানভয়ে দিলাম চম্পট।

২৮

হয়েছে তখন চন্দ্রের উদয়,
নিশি-শেষে ধীরে বহিছে মলয়,
বামাকণ্ঠস্বর মধুরতাময়,
বহিতেছে গঙ্গা তানে হয়ে লয়,
শুনিতে হইল উদাসীন প্রাণ,
কাশীর প্রসিদ্ধ " ময়নার " গান।

২৯

নাচিছে " ময়না " মদন মোহিনী,
আলোকিয়া কাশী-নরেশ-তরণী,
ওই কর পদ্ম বিকাশে এখনি,
এই পেশোয়াজে চারুচন্দ্রাননী
ঢাকিছে বদন, আবার এখন
বিকাশিছে দেব-দুর্ল্লভ-দশন।

৩০

গাইতেছে, স্বর-লহরী চঞ্চল,
ব্যাপিতেছে নৈশ গগন ভূতল,

কাঁপিতেছে ভ্রূ নেত্র অচঞ্চল,
নাচিতেছে নেত্র, স্থির ভ্রূযুগল,
এক নেত্রে অশ্রু-মুক্তা সুশোভিত,
অন্য নেত্র দেখ হাসিতে রঞ্জিত।

৩১

কি আশ্চর্য্য মরি স্বর প্রকম্পন,
এই গর্জ্জিতেছে মেঘের গর্জ্জন,
পরক্ষণে প্রেম কোমল তেমন
পরক্ষণে পুনঃ করহ শ্রবণ,
আধ আধ স্বর, বিরহে কাতর
দুনয়নে অশ্রু ঝরে দর দর।

৩২

বাহবা কেমন বিজলি দেখিয়া,
চিত্রবৎ আহা! আছে দাঁড়াইয়া,
চিত্রকর হলে, তুলি ধরিয়া,
লইতাম এই মূরতি আঁকিয়া,
না জানি কি সুখ হায়রে তাহার,
এমন ময়না পিঞ্জরে যাহার।

৩৩

কত রাজরার প্রেমের শিকল,
কেটে ফিরে এই ময়না চঞ্চল,

পাছে বিধাতার সৃষ্টির কৌশল,
না দেখিতে পায় মনুজ সকল,
তাই এ ময়না উদ্যানে উদ্যানে
ব্যাধ বধে ফিরে কটাক্ষ বাণে।

৩৪

নাচরে ময়না নাচরে আবার,
দুই কর তুলি নাচ আর বার,
চন্দ্রানন হতে ঢাল এক বার,
ঢালরে সঙ্গীত অমৃতের ধার,
কি কটাক্ষ! হলো জেনেছি এবার,
কাশী-নরেশের হৃদয়বিদার।

৩৫

কাশী-নরেশ! এ পদ্ধতি হায়!
বল মহারাজ কে দিল তোমায়?
যার ঈশ তুমি সে নর কোথায়?
ইংরাজের রাজ্য কাশী সমুদয়
অর্থহীন এই পদ্ধতি তোমার,
মাথা নাহি যার মাথাব্যথা তার।

৩৬

বাঁচলেম বাপ্! শূন্য সিংহাসন,
যাহাতে স্বাধীন ছত্রধরগণ

বিরাজিত, কাশীনরেশে এখন
কলুষিত করি নাহি প্রয়োজন,
এই সিংহাসন, সিংহের আসন,
শৃগালেতে শোভা হবে না কখন।

৩৭

বাসনা একটী পুতুল আনিয়া,
শূন্য সিংহাসনে রাখি বসাইয়া,
তা হইলে গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া,
তা হইলে এই আগুণে জ্বলিয়া,
এত গুলি অর্থ বছর বছর,
পূর্ণ করিবে না পাপের উদর।

৩৮

কি বলিব এই অর্থে, হে রাজন্;
বাঁচিত সহস্র দুঃখীর জীবন।
সহস্র দরিদ্র দীন বাছাগণ,
পেতো বিনিময়ে বিদ্যারূপ-ধন।
কত অশ্রুধারা হইত মোচন,
কত শুভ কার্য্য হইত সাধন।

৩৯

যেমতি ভারতে পুরাকালে হায়,
শোভিত আসর আলোক মালায়,

যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,
পূরিয়া যামিনী সঙ্গীত সুধায় ;
সেই নৃত্য গীত রয়েছে সকল ;
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্য্য বল।

৪০

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল, পুনর্ব্বার ;
সে সব কথা কায নাহি আর,
আজি বারাণসী আমোদ বাজার,
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আর বার,
সুখের যামিনী হলো অবসান?
বুড়ো মঙ্গলের বাহিরিল প্রাণ।

কি লিখিব ?

১

কি লিখিব ? আশৈশব যারে মনে প্রাণে
বাসিয়াছি ভাল, সেই কুসুম কামিনী
সহস্র যোজন দূরে, বিরলেতে অন্তঃপুরে,
স্মরণ করেছে আজি শৈশব সঙ্গিনী।

২

কি লিখিব ? সুকুমার শৈশব সময়ে,
নিরমল চিত্ত যবে, হৃদয় উদ্যানে
যে কুসুম সুকোমল, বিরাজিত অবিরল,
হেরে সুমধুর হাসি, বাসিতাম প্রাণে।

৩

নিদারুণ দেশাচার উপাড়িয়া বলে,
অপর অদৃষ্ট ক্ষেত্রে করিল রোপণ ;
এই জনমের মত, সে আশা হয়েছে হত,
কি লিখিব ? আমার সে শৈশব স্বপন।

৪

স্থানান্তরে মনান্তর হইয়াছে তার
ভেবেছিনু মনে, আমি পাইব না তারে,
একি শুনি পুনর্ব্বার, এখনও সে আমার,
কি লিখিব আমার সে প্রেমপ্রতিমারে ?

৫

লিখিয়াছে—'পার তুমি ভুলিতে আমায়
আমি পারিব না কভু ভুলিতে তোমায়',—
ঘুচিল সন্দেহ মম, আমার জীবন-সম
আছে মম ; তবে কেন কি লিখিব তারে !

৬

কি লিখিব ? এই লিখি,—জীবন প্রতিমে !
দীর্ঘকাল পরে আজি কি ভাবিয়া মনে
নিস্তেজ অনল মম, করিলে হে উদ্দীপন,
অমৃত সিঞ্চনে কেন দহিলে জীবনে ?

৭

সময়েতে যে আঘাত সহেছিনু প্রাণে
আজি সে বেদনা মম হয়ে উত্তেজিত,
কি যন্ত্রণা মরমেতে, সেই অস্ত্র লিখা হতে,
ছুটিতেছে বেগ ভরে জীবন শোণিত।

৮

কত দিন কত বর্ষ হইয়াছে গত,
এখনও বোধ হয় সকলি নূতন,
যেই প্রেম স্রোতস্বতী, হয়েছিল মৃদুগতি,
আজি তার স্রোত বেগ দুর্ব্বার ভীষণ !

৯

না পারি সহিতে এই হৃদয় উচ্ছ্বাস,
দুর্নিবার স্রোতধারা, বিদারিছে বুক,
* কর্ম্মনাশা সেতুপরে, দাঁড়ানু বিষাদ ভরে,
অধোদৃষ্টি, স্থিরনেত্র, অবনত মুখ।

---

* কর্ম্মনাশা নদী।

১০

স্মৃতি দূরবীক্ষণে, মানস-নয়নে,
বিগত জীবন দৃশ্য সুদূর সুন্দর,
দেখিলাম কিছুক্ষণ, কি হইল দরশন,
কোমল সুবর্ণ অঙ্গ পাষাণ অন্তর।

১১

করাল কালের ঢেউ, অবস্থা তুফান,
কত শত আশা-পোত বিস্মৃতি-সাগরে
করিয়াছে নিগমন, নাহি তার নিদর্শন,
কিন্তু সেই প্রেমমূর্ত্তি রহেছে অন্তরে।

১২

বিপদে, সম্পদে, কিবা সুদূরে, নিকটে,
রাজকার্য্যে, কি জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে,
দেখিয়াছি অনিবার, নাহি জানি কত বার,
বিসর্জ্জন করে পুনঃ তুলেছি যতনে।

১৩

কৌতুকে কল্পনা করে পরিণয় হার,
পরায়েছি কত বার গলায় তাহার,
যথায় যে ভাবে থাক, নিন্দুক নরকে যাক,
বলেছি তথাপি এই প্রতিমা আমার।

১৪

পূজিয়াছি চিরদিন সোণার মূরতি,
কোমল অন্তর তার, এই ছিল আশা,
এই প্রেম প্রবাহিণী, সুধাময় সুরধনী,
কে জানিত হবে শেষে নদী কর্ম্মনাশা ?

১৫

কিন্তু তারে মিছে দোষী, দোষী দেশাচার,
দোষী এ বাঙ্গালি জন্ম, দোষী এ ভারত,
পিতামাতা অবিচারে, বিসর্জ্জিল অবলারে
পাপের অনলে, আহা দেখালো কুপথ।

১৬

দহিয়া দহিয়া সেই বিষম আগুনে,
তরল হৃদয় তার হয়েছে পাষাণ,
কারো মূর্ত্তি কদাচিত, হইবে না মুদ্রাঙ্কিত,
কোমল হৃদয় এবে বিকট শ্মশান।

১৭

সুকুমার প্রেমলতা এমন পাষাণে,
জন্মিবে না কোন কালে, হায় রে অবলা।
এমন অমূল্য ধন, কিসে দিয়ে বিসর্জ্জন,
রহিয়াছ সুখে, পাপ-নেসায় বিহ্বলা।

১৮

বল্ প্রিয়ে ! এ জীবনে কি সুখ তোমার ?
এ বিস্তীর্ণ বিশ্বরাজ্যে নাহি এক জন,
আমার বলিয়ে যারে, বরিবে প্রণয়-হারে
প্রদানিবে যাহারে হৃদয়-সিংহাসন।

১৯

ঊনবিংশতি বর্ষ প্রায় সমাগত,
বল প্রিয়ে এ বয়সে ভ্রমেও কখন
নিরমল ভালবাসা, বিশুদ্ধ প্রণয় আশা,
দিয়াছে কি কোন জন, পেয়েছ কখন ?

২০

সংসার কুহক যদি সত্য বুঝে থাকি,
"আমার" শব্দেতে সর্ব্ব সুখ পরিণত,
সে আমার, আমি তার, ইহা মনে আছে যার,
আবির্ভাব স্বর্গ সুখ চিত্তে অবিরত।

২১

ছেড়ে দাও জীবনের শৈশব সময়,
যুবতী জীবন পেয়ে বল না আমায়,
প্রকৃত প্রণয় সুখ, আনন্দে ভরিয়া বুক
লভেছ কি এক দিন লইয়া কাহায় ?

২২

মনে কর বারেক সে শৈশব সময়,
শৈশব সখায় তব আছে কি হে মনে ?
কত কথা দুই জনে, প্রেম উচ্ছ্বাসিত মনে,
কহিয়াছি, শুনিয়াছি বসিয়া বিজনে।

২৩

নহে এক দিন—কিবা নহে এক মাস,
এইরূপে কতবর্ষ হইয়াছে গত ;
এক দিন সে সময়, হতো না কি সুখোদয়,
ভুলেছ কি এবে সব স্বপনের মত ?

২৪

যে মনে তোমায় ভাল বাসিয়াছি আমি,
নিরমল, পাপশূন্য, পাপ আকাঙ্ক্ষায়
হ কলুষিত তাহা, তুমি কি জান না আহা !
ভালবাসা তরে ভাল বেসেছি তোমায়।

২৫

সে ভালবাসা—প্রতিদান তার
াহি, চাহিব না নিকটে তোমার,
জ সুখী, কি বলিব শশিমুখি !
ম প্রিয়ে ! অন্তরে ভ ার।